নব-কথা গ্রন্থমালার ষষ্ঠ উপন্যাস

উর্ণা

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
কলিকাতা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বিরচিত

উর্ণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈস্সূচন

বেলা তিনটে বাজিয়া গিয়াছে।

আষাঢ় মাস। ঘণ্টাখানেক ঝাড়া বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার।

চুঁচড়ার বড়বাজার হইতে গঙ্গার ধার দিয়া যে-পথ হুগলিতে গিয়াছে, ঐ পথের এক-জায়গায় বাঁয়ে গলি। সেই গলির মধ্যে খানিকটা পূর্ব্ব-মুখে অগ্রসর হইলে মস্ত বাড়ী-বাগান। জীর্ণ নয়। ঐ বাড়ীর সদর-ফটকে দীর্ঘকাল তালা লাগানো আছে।

বৃষ্টি থামিলে রিক্‌শয় চড়িয়া একজন প্রৌঢ়া আসিয়া ফটকের সামনে রিক্‌শ হইতে নামিল। রিক্‌শওয়ালাকে ভাড়া চুকাইয়া আঁচল খুলিয়া একটা বড় চাবি বাহির করিয়া ফটকের তালার পানে চাহিয়া দেখে, তালা খোলা। প্রৌঢ়া বিস্মিত হইল! তারপর ফটকের মধ্যে দিয়া বাড়ীর প্রশস্ত লনে প্রবেশ করিল।

বাড়ী-বারান্দার সামনে আসিয়া সাত-আটটা সিঁড়ি পার হইয়া ল্যাণ্ডিংয়ে আসিয়া দেখে, বড় হল-ঘরের দরজা খোলা। ভেজানো রহিয়াছে।

কে আসিল? এ বাড়ীতে কেহ বাস করে না। যে মালীর চার্জ্জে বাড়ী-বাগান, কাল সন্ধ্যার সময় সে গিয়াছে কলিকাতায়; এবং আজ ফিরিবে না। তবে কে...

মালীর কাছ হইতে চাবি লইয়া প্রৌঢ়া আসিয়াছে, বাড়ী খুলিয়া ঝাঁট-পাটের ব্যবস্থা করাইতে। বাড়ীর পাশে যে-বস্তী, সে-বস্তীতে লোক পাওয়া যাইবে; তাদের ধরিয়া বাড়ী সাফ করানোর ব্যবস্থা!

বুকে বিস্ময়ের বোঝা বহিয়া প্রৌঢ়া হল-ঘরে ঢুকিল···ঢুকিবামাত্র শিহরিয়া উঠিল!

ঘরে একটা কৌচে হেলান দিয়া পড়িয়া আছে···মানুষ!

অগ্রসর হইয়া দেখে, মানুষটি অপরিচিত নয়···প্রভাত বাবু! প্রভাত মিত্তির।

প্রৌঢ়া ডাকিল—প্রভাত বাবু···

উত্তর নাই!

আরো দু পা অগ্রসর হইয়া প্রৌঢ়া আবার ডাকিল—প্রভাত বাবু···

ঘুমাইতেছেন না কি? এমন ঘাড় গুঁজিয়া হেলিয়া পড়িয়া মানুষ ঘুমায়?

আবার ডাকিল—প্রভাত বাবু···প্রভাত বাবু···

কোনো সাড়া নেই!

অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন?

প্রভাতের কপালে প্রৌঢ়া হাত রাখিল···বরফের মতো ঠাণ্ডা কপাল! হাত যেন কাঠ!···

সর্ব্বনাশ! তবে···

প্রৌঢ়ার বুকের মধ্যে যেন একরাশ কামান দাগিল···মাথা ঘুরিয়া গেল। কোনো মতে টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া প্রৌঢ়া আর দাঁড়াইল না···ফটক পার হইয়া একেবারে গলির মুখে আসিল।

গলির মুখে পরাশর মুদির দোকান। মস্ত দোকান। কেনা-বেচা চলিতেছে। প্রৌঢ়া আসিয়া ডাকিল—পরাশর…

এ ডাকে পরাশর চাহিল প্রৌঢ়ার পানে…বলিল—বিন্দু দি…

—হ্যাঁ…

—ব্যাপার কি ? মায়েরা এলেন বুঝি ?

—এখনো আসেন নি ! আসবেন। আমি আগে এসেছি…

বিন্দুর মনে অশান্তির সীমা নাই…আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে !

বিন্দু বলিল—একবার উঠে এসো পরাশর…কথা আছে।

বিন্দুর কথার ভঙ্গী ও তার মুখে আতঙ্কের ভাব দেখিয়া পরাশর সবিস্ময়ে উঠিয়া আসিল। তাকে লইয়া বিন্দু আসিল দোকানের বাহিরে…পথে।

পরাশর বলিল—কি চাই বিন্দু দি ?

বিন্দু বলিল—বিপদ হয়েছে।

—বিপদ !

—হ্যাঁ। বাড়ী বন্ধ থাকে, জানো তো ! মালী গেছে কলকাতায় আমাদের ওখানে। আজ সে আসবে…কি সব জিনিষ-পত্তর আনবে। আমি তার আগে এলুম…সব গোছগাছ করতে। এসে দেখি ফটকের তালা খোলা…হল-ঘরের দরজা খোলা…হল-ঘরে ঢুকে দেখি, মানুষ …জানা মানুষ…প্রভাত বাবু। কিন্তু সাড়া নেই, শব্দ নেই ! হয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন ! না হয়…

পরাশর দুই চোখ যেন ঠেলিয়া বাহির হইবে !

বিন্দু বলিল—দেখবে এসো…

বিমূঢ়ের মতো পরাশর আসিল বিন্দুর সঙ্গে···

সোফার উপরে হেলিয়া-পড়া সেই মূর্ত্তি···বিন্দু যেমন দেখিয়া গিয়াছিল, তেমনি আছে···যেন পাথরের পুতুল!

শিহরিয়া পরাশর বাহিরে আসিল।

বিন্দু বলিল—কাছাকাছি কোনো ডাক্তার নেই?

পরাশর বলিল—আছেন। নবু বাবু। বড় রাস্তার উপর···এসো দিকিনি···

বিন্দুকে লইয়া পরাশর আসিল ডাক্তার নবেন্দুশেখরের গৃহে। বাহিরের ঘরে ইজি-চেয়ারে বসিয়া নবেন্দু খপরের কাগজ পড়িতেছিল···

পরাশর আসিয়া ডাকিল—ডাক্তার বাবু···

কাগজ রাখিয়া নবেন্দু বলিল—কি খপর পরাশর?

পরাশর কথাটা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া নবেন্দু ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—বলো কি!

পরাশর বলিল—হ্যাঁ বাবু, আমিও দেখে আসছি।

—চলো···দেখি গিয়ে। বলিয়া নবেন্দু এক-মুহূর্ত্ত দেরী করিল না···পরাশর এবং বিন্দুর সঙ্গে বড় বাড়ীতে আসিল।

ঘরের খড়খড়িগুলা ছিল বন্ধ··· পরাশর খড়খড়ি খুলিয়া দিল। ঘরে আলো প্রবেশ করিল। নবেন্দু আসিয়া দাঁড়াইল প্রভাতের সামনে···

হেলিয়া পড়িয়া আছে···দু' চোখ অর্দ্ধ-নিমীলিত···মুখে আতঙ্কের রেখা! মৃগী রোগ?

নবেন্দু প্রভাতের হাত ধরিল···হাত যেন লোহার মতো শক্ত, বরফের মতো ঠাণ্ডা!

টেলিফোন আছে···আমি থানায় খপর দিচ্ছি। খবর্দ্দার, কোনো কিছুতে হাত দিয়ো না তোমরা···বুঝলে?

পরাশরের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া শিহরণ! সে বলিল,—না বাবু···কাজ কি! শেষে ফ্যাশাদে পড়বো!

একটু বিরক্তি বোধ করিল। খাশা কাজ-কর্ম্ম করিতেছিল···বিন্দুদির কথায় আসিয়া অনর্থক এই খুনের ব্যাপারে বিজড়িত হওয়া! থানা-ঘর করিতে করিতে প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবে!

নবেন্দু চলিয়া গেল। পরাশর আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইল···তার বুকের মধ্যে যেন থানার সিপাহী-জমাদারের দল সদম্ভে কুচ-কাওয়াজ সুরু করিয়া দিল!

বিন্দু নিথর দাঁড়াইয়া আছে···বর্ষার জলে সদ্য-স্নাত পত্র-পল্লবের উপর রৌদ্র-কিরণ পড়িয়াছে···দু'চারিটা কাক কর্কশ রব তুলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে···ওদিকে কার পুকুরে ধোপার পাটে ধোপারা কাপড় আছড়াইতেছিল, তার একঘেয়ে আওয়াজ···

হঠাৎ বিন্দুর চোখে পড়িল সিঁড়ির উপর। কোণে কি একটা ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে! কি ও?

ধীরে ধীরে আসিয়া সে সেটা কুড়াইয়া লইল···ছোট এক-টুকরা হীরা! হীরাটা সে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল।

চারিদিকে জমাট স্তব্ধতা···

তারপর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল···

বিন্দু বুঝি পড়িয়া যাইবে···

তার ভাব দেখিয়া নবেন্দু বলিল—আপনি যান। ওখানে গিয়ে শুন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না···

বিন্দু গিয়া ঘরের কোণে মেঝেয় বসিল।

নবেন্দু চাহিল পরাশরের দিকে, বলিল—মারা গেছে···

পরাশর বলিল—মারা গেছে ?

—হ্যাঁ ! প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে পরাশর। লক্ষণ যা দেখছি···মারা গেছে বেলা প্রায় নটা সাড়ে নটায় !

প্রভাতের গায়ে কোট···কোটের বুক-পকেট হইতে চেনের সঙ্গে সোনার ঘড়ি ঝুলিতেছে···চেনে লকেট আছে···লকেটে একখানি ফটো ···প্রভাতের ফটো।

নবেন্দু কোটের বোতাম খুলিল···একবিন্দু রক্ত···

দেখিয়া-শুনিয়া নবেন্দু বলিল—বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে।

পরাশর বলিল—কিন্তু তেমন রক্ত দেখছি না তো···

নবেন্দু বলিল—তা হয়···যাকে বলে small calibre···তার ফলে ভিতরে রক্তস্রাব···বাইরে সব সময় রক্তস্রাব হয় না !···কিন্তু···

বলিয়া কোচের পাশে চাহিল। কোচের পাশে একটা বন্দুক··· বলিল—এই যে বন্দুক···

বন্দুক। শুনিয়া বিন্দু উঠিয়া আসিল।

নবেন্দু বলিল—থাক, কেউ কিছুতে হাত দিয়ো না···পুলিশকে খপর দিতে হবে। পুলিশ এসে···

পরাশর চাহিল নবেন্দুর পানে···

নবেন্দু বলিল—তোমরা বাইরে এসে বসো। আমার বাড়ীতে,

নবেন্দু ফিরিল, সঙ্গে একজন চৌকিদার।

নবেন্দু বলিল—ফোন করে দিয়েছি···তারপর বাড়ী থেকে বেরুতেই দেখি, সামনে একজন চৌকিদার···তাকে নিয়ে এলুম।

তারপর চৌকিদারের দিকে চাহিয়া নবেন্দু বলিল—এসো—চৌকিদার সাহেব···

চৌকিদারকে লইয়া নবেন্দু আবার হল-ঘরে আসিল··· বিন্দু এবং পরাশর তাদের পিছনে আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

মৃত দেহ দেখিয়া চৌকিদার বলিল—পাঁচ ছ'ঘণ্টা মারা গেছে ?

নবেন্দু বলিল—দেখে তাই মনে হয়!

—ঐ বন্দুকের গুলিতে ?

—হ্যাঁ।

—আত্মহত্যা করে নি তো

নবেন্দু বলিল—সম্ভব।

—এ বাড়ী ওঁর নয় ?

—না।

—কোথায় বাড়ী ?

নবেন্দু চাহিল পরাশরের পানে···পরাশর ডাকিল—বিন্দু দি···

বিন্দু বলিল—কেন ?

পরাশর বলিল—এ বাবুটি কে ? চেনো, বলছিলে···

বিন্দু বলিল—হ্যাঁ, চিনি। ওঁর নাম প্রভাত বাবু···প্রভাত মিত্তির। আমার মনিব-বাড়ীতে হামেশা আসতেন···খুব বড় লোক। কলকাতা

সহরে তিন-চারখানা বাড়ী আছে···বারাকপুর-নবাবগঞ্জে বাড়ী-বাগান আছে···পশ্চিমে বাড়ী আছে।···বিয়ে-থা করেন নি, শুনেছি।

চৌকিদার বলিল—এ বাড়ী তো মহেন্দ্র বাবুর ?

বিন্দু-বলিল—হ্যাঁ। তিনি মারা গেছেন। গিন্নী আছেন···এক ছেলে আছে, এক মেয়ে আছে। তাঁদের আজ এখানে আসবার কথ সন্ধ্যার মধ্যে···এখানে পাঁচ-সাতদিন থাকবে, কথা আছে। মালীকে কলকাতার বাড়ীতে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল। মালী আর ঠাকুর···তার আসছে জিনিষ-পত্তর নিয়ে।

নবেন্দু প্রশ্ন করিল—ওঁরা এখানে এসেছিলেন ফাল্গুন মাসে দোলে সময়···না ?

বিন্দু বলিল—হ্যাঁ···তার পর থেকে বাড়ী-বাগান বন্ধ।

পরাশর বলিল—মালী ফটকে তালা বন্ধ করে তবে তো কলকাতা গেছে ?

বিন্দু বলিল—হ্যাঁ। সে-চাবি আমার কাছে। এই যে···

বলিয়া আঁচলে বাঁধা চাবির রিং দেখাইল, বলিল—এই হলো ফটকের তালার চাবি···আর এটা হল-ঘরের তালার চাবি।

নবেন্দু বলিল—চাবি আপনার কাছে···অথচ ও ভদ্রলোক কি করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন ?

সকলে সাশ্চর্য্য ভঙ্গিতে চাহিল বিন্দুর পানে।

নবেন্দু বলিল—এ বাবুটি এখানে আসবেন, কথা ছিল ?

বিন্দু বলিল—শুনিনি। তবে কথা থাকলেও সকলের আগে কি উনি এমন করে আসবেন ?

—ঠিক !

নবেন্দু বলিল—তালা ভেঙ্গেও ঢোকেন নি ভদ্রলোক ?

—না।

—আশ্চর্য্য !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অকূল পাথার

এ বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন মহেন্দ্র বসুর পিতামহ স্বর্গীয় মাণিক বসু। হুগলির দাওয়ানী কোর্টে ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মাণিক বাবুর একটি মাত্র পুত্র মণীন্দ্র বাবুও হুগলি-কোর্টে বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হুগলির দাওয়ানী কোর্টে ওকালতি করিতে ঢোকেন। এবং বাপের সুনামের জোরে তাঁর পশারও মন্দ জমে নাই! মণীন্দ্র বাবুর পুত্র মহেন্দ্র বাবু···পাঁচ বছর ওকালতি করিয়া বিলাত গিয়াছিলেন; বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন, এবং তারপর সচরাচর যা ঘটে, কলিকাতাতেই তিনি বাসা বাঁধেন! হুগলির বাড়ীতে কদাচিৎ কখনো আসা-যাওয়া ছিল। আজ এক বৎসর মাত্র মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী কৃপাময়ী বসু হুগলির ক'খানা বাগান জমা দিয়াছেন। বাড়ীতে ভাড়াটিয়া বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ছেলে জহর এবং মেয়ে চিত্রার কঠিন প্রতিবাদ হেতু তাঁর সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইতেছে না।

ছেলে-মেয়ে বলে, না···ও বাড়ী এমনি থাকুক···আমাদের সাবার্বান 'ভিলার মতো···মাঝে মাঝে ওখানে গিয়া ছুটী-ছাটা কাটাইব !

ছেলে-মেয়ে মুখে এ কথা বলিলেও কাজে তাহা বড় ঘটিয়া ওঠে না। ছুটী-ছাটার দিনে সহরের নানা আকর্ষণ জমিয়া সকলের মনকে কোথায় নানাদিকে টানিয়া লইয়া যায়।

বিন্দু দূর-সম্পর্কে মহেন্দ্র বাবুর কি-রকম বোন্ হয়। বিধবা। কোনো কূলে কেহ নাই। এ সংসারে আশ্রয় চাহিলে খুশী-মনে মহেন্দ্র বাবু এবং কৃপাময়ী তাকে আশ্রয় দিয়াছেন। তার কারণ সংসারে খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি স্থূল ব্যাপারগুলার চার্জ্জ যদি কাহারো হাতে নিঃসংশয়ে দেওয়া যায়, তাহা হইলে জীবনকে অনেক দিক দিয়া স্বচ্ছন্দ করা সম্ভব হয় ! এবং বিন্দু এ চার্জ্জ নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া আসিতেছে। সংসারের বড় বড় কাজে বিন্দুর মাথা গলাইবার উপায় নাই। সে সময় তাকে দাসীর মতো উপেক্ষা, এবং দায়ে পড়িলেই ঠাকুরঝি বলিয়া সোহাগ দেখানো···সে বিদ্যায় কৃপাময়ী দেবীর আশ্চর্য্য পটুতা ! সে পটুতা বিন্দু বোঝে। কিন্তু আর পাঁচজন এ্যারিষ্টোক্রাট-গৃহিণীর আশ্রিতার মতো বুদ্ধিমতী সে···বুঝিলেও তাহা লইয়া মনের কোণে এতটুকু অভিমান পোষণ করে না। ভাবে, এ আশ্রয় কে তাকে দিত ?

পুলিশ-অফিসার আসিলেন···ইন্‌স্‌পেক্টর ত্রিলোচন এবং সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর সতীশ বাবু। মৃতদেহ দেখিয়া, বাড়ী-বাগান ঘুরিয়া দুজনে আবার হল-ঘরে আসিলেন।

সতীশ বাবু বলিলেন,—কে প্রথমে দেখেছে ?

নরেন্দু বলিল—এই স্ত্রীলোকটি ...

সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুকে দেখাইল।

সতীশ বাবু চাহিলেন বিন্দুর পানে, দেখিলেন, না দাসী নয়···ভদ্র মহিলা। বলিলেন—আপনি এঁকে চিনতেন?

বিন্দু বলিল—হ্যাঁ···

সতীশ বাবু বলিলেন—এ বাড়ীতে একদিন পূজো-পার্ব্বণ হয়ে গেছে···আমরা তখন স্কুলে পড়ি···যাত্রা হতো···দেখতে আসতুম। একবার সার্কাস হয়েছিল···মণীন্দ্র বাবুর আমোলে।···মহেন্দ্র বাবু মাঝে,···মিষ্টার বোস ব্যারীষ্টার হয়ে আসবার পর থেকে এ বাড়ী এক রকম পাষাণ-পুরী হয়ে আছে···no life···

ত্রিলোচন বলিল—হ্যাঁ স্তর। আমরা ছেলেবেলায় বাড়ীর পিছনকার বাগানে ঢুকে কত আম চুরি করে' খেয়েছি। কি জাঁক জমক ছিল একদিন ··

সতীশ বাবু নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—হুঁ···

তারপর তিনি চাহিলেন বিন্দুর দিকে···বলিলেন,—এখানে বড় ভিড়···আপনি যদি একবার দয়া করে আমার সঙ্গে ঐ পাশের ঘরে আসেন তো ভালো হয়!···আসবেন?

—কেন আসবো না? চলুন···

বিন্দুকে লইয়া সতীশ বাবু আসিলেন পাশের ঘরে! ঘর বেশ বড় ···ঘরে বড় বড় দুখানি তক্তাপোষ পাতা···তক্তাপোষের উপরে ময়লা জাজিম পাতা। তক্তাপোষের একটু দূরে গোল একটা পাথরের টেবিল ···টেবিল ঘিরিয়া পাঁচ-ছ'খানা চেয়ার।

বিন্দুকে তক্তোপোষে বসিতে বলিয়া সতীশ বাবু চেয়ারে

বসিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করিলেন—আপনি হঠাৎ একল
এখানে আজ এলেন কেন?

বিন্দু বলিল—দু' তিন দিন থেকে সব ঠিক হয়েছে, এক-হপ্ত
এখানে এসে সকলে থাকবে। আমি সংসার দেখি…মহেন্দ্র বা
ছিলেন সম্পর্কে আমার দাদা। আমি ওঁদের আশ্রিতা হয়ে বাস করছি
ওঁরা আসবেন...সন্ধ্যার মধ্যে। বৌদি আমায় বললেন, তুমি আ
যাও ঠাকুরঝি। আমাকে টিকিট করে শেয়ালদায় তুলে দেছে…
নৈহাটী ষ্টেশনে আমি নেমেছি। তারপর নৈহাটীর ঘাটে নৌকো
চড়ে গঙ্গা পেরিয়ে বড়বাজারের ঘাটে নেমেছি। খুব বৃষ্টি পড়ছিল
বৃষ্টি থামতে রিক্শ নিয়ে তাইতে করে বাড়ী এলুম। এখানকার মা
কলকাতায় গেছে। কাল। তার কাছে ছিল ফটকের আর বাড়ীর চা
…সে চাবির রিং আঁচলে বেঁধে রিক্শ থেকে নেমে আমি দে
ফটকের চাবি খোলা…দেখে আমি আশ্চর্য্য হলুম! তারপর ঘরে ঢু
দেখি, এই কাণ্ড! তখনি আমি পরাশরের কাছে ছুটলুম। ওকে চি
পরাশরকে সঙ্গে নিয়ে…

বিন্দু সব কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সতীশ বাবু বলিলেন—আপনার বৌদি, মানে, মহেন্দ্র
স্ত্রী · ছেলেমেয়ে…তাঁদের দেরীতে আসবার কারণ আপনি জানেন?

বিন্দু বলিল—জানি বৈ কি! হাওড়ায় বৌদির কে বন্ধু এসে আ
…কে নরেশ বাবুর স্ত্রী…তারা থাকে খুরুট রোড়ে। আজ তাদের বাই
যাবার কথা। তাদের সঙ্গে দেখা করে তবে বৌদি এখানে আসবে
…তাদের ওখানে খাবার নেমতন্ন করেছিল কি …দিনে
বেলায়।

—ছেলেমেয়েও সেখানে গেছে ?

বিন্দু বলিল—না। মেয়ে কলেজে পড়ে। কলেজে তাদের কি না কি মিটিং আছে। মিটিং সেরে তিনটের সময় মেয়ে চিত্রা হাওড়ায় যাবে মার কাছে। তারপর দুজনে একসঙ্গে আসবে, কথা আছে।

সতীশ বাবু বলিলেন—ছেলের নাম !

—জহর। ছেলে বড়, মেয়ে ছোট।

—ছেলে-মেয়ের বয়স ?

—জহর এই বোশেখে পঁচিশে পড়েছে···চিত্রার বয়স বাইশ বছর।

সতীশ বাবু বলিলেন– ছেলে কখন আসবে ?

বিন্দু বলিল—সে একবার বলেছে, আসবো না ! আবার বলেছে, আসবো।···খেলা আছে···খেলা না দেখে সে আসবে না। বৌদি বললে, এখানে একলা থাকবি কি রকম ! জহর বললে—কেন থাকতে পারবো না ? শেষে বৌদির পীড়াপীড়িতে বললে, বেশ যাই যদি তো কাল সকালে যাবো !···

সতীশ বাবু বলিলেন-এ ভদ্রলোকটি···?

বিন্দু বলিল—ওঁর নাম প্রভাত মিত্তির। দাদা থাকতে আসতো ···মাঝে মাঝে···এখন রোজ আসে। ওদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। একসঙ্গে সব বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়া, বেড়াতে যাওয়া···তার উপর প্রভাত বাবুর একখানা মটর-বোট আছে···সে বোটে ফী রবিবারে বেড়ানো···আমিও দু-একবার ওদের সঙ্গে গেছি···আমায় নিয়ে গেছে ···বনভোজন হতো কি না !

সতীশ বাবু বলিলেন—প্রভাত বাবু ছিলেন মহেন্দ্র বাবুর বন্ধু?

—হ্যাঁ। দাদার চেয়ে বয়সে হয়তো কিছু ছোট ছিলেন। দাদা মারা যাবার পর বৌদি, ছেলেমেয়েরা···সকলের সঙ্গে খুবই মেলামেশা দেখছি।

—কাল-পরশু আপনাদের বাড়ী গিয়েছিলেন?

—কালও গিয়েছিলেন!

—এখানে সকলে আসছেন, উনি জানতেন?

বিন্দু বলিল—তা আমি জানি না। আমি তো ওদের সঙ্গে বসতুম না!

—মহেন্দ্র বাবু যখন বেঁচে ছিলেন, তখনো তাঁর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে প্রভাত বাবুর এতখানি অন্তরঙ্গতা ছিল?

একটু কুণ্ঠিত স্বরে বিন্দু বলিল—না। কাজ-কর্ম্মের জন্য উনি প্রায় দাদার কাছে আসতেন। বসবার ঘরে বৌদি বা ছেলেমেয়েরাও কখনো কখনো গিয়ে বসতো···দোতলায় তখন ওঁকে কখনো উঠতে দেখিনি!

সতীশ বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন···মনে কি যেন চিন্তা! তারপর বলিলেন—এ রকম ব্যাপারে···মানে, সংসারে আপনি অনেক দেখেছেন-শুনেছেন। তাছাড়া আপনি আমার মায়ের মতন এবং বুঝচেন তো এ রকম খুনের ব্যাপারে মানুষের মন নানারকম নোংরা ব্যাপারের কল্পনা করে! তাই···মানে, আপনি যদি কিছু দোষ না ন্যান্, তাহলে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই···

শান্ত অবিচল-কণ্ঠে বিন্দু বলিল—করুন, কি জিজ্ঞাসা করবেন··

সতীশ বাবু বলিলেন—আপনার দাদার মৃত্যুর পরে প্রভাত বাবু

যে এতখানি প্রশ্রয় পাচ্ছিলেন, এবং এঁরাও ওঁকে এতখানি প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন, এটা আপনার চোখে বিসদৃশ লাগে নি?

বিন্দু বলিল—আমরা সেকালে মানুষ…বোঝেন তো! তাছাড়া বৌদির মেজাজ একটু ইয়ে…মানে, কারো কথা গ্রাহ্য করে না। নিজে যা ভালো বোঝে, করে। কারো কথা কাণে তুলতে চায় না! তা বলে যে অনাচার করে বেড়ায়, তা'ও নয়। আসলে বৌদি যা করবে বলে' ঠিক করে কোনো কিছুতে বৌদিকে তা থেকে কেউ হঠাতে পারে না! পারে নি কখনো…দাদাও পারে নি!

সতীশ বাবু নিবিষ্ট মনে সব কথা শুনিলেন, তারপর বলিলেন—কিন্তু প্রভাত বাবু আজ এখানে এলেন কেন? এবং এলেন যদি, তাও বেলা নটায়! এবং মালীর কাছ থেকে চাবি না নিয়েই বা আসবার কারণ কি?

বিন্দু বলিল—তা আমি জানি না।

—এ বাড়ীতে আপনার বৌদি শেষ কবে এসেছিলেন?

—এবারে ঐ দোলের সময়। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।…আমি যখন আসি, তখন শুনলুম, চিত্রা আজ কলেজে যাবে না।…তার কলেজের কোন মেয়ে…তার নাম বুঝি সবিতা। সেই সবিতার বাড়ী হুগলিতে। সবিতা কাল হুগলিতে এসেছে…চিত্রা সকালেই বেরিয়েছে…সে আসবে হুগলিতে তার বন্ধু ঐ সবিতার কাছে। সেখান থেকে আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালে সে এ-বাড়ীতে আসবে, কথা হয়েছিল।

—ও…

বিন্দু বলিল—সবিতা-মেয়েটি অনেক রকমের শিল্প-কাজ জানে।

ভেলভেটের উপর ছবি তোলার কাজ, কার্পেটে ছবি বোনা, তাছাড়া চীনে মাটীর ফুলদানী, রেকাবি তৈরী করা…এমনি নানা কাজ। বন্ধু-বান্ধবরা কেনে।

সতীশ বাবু আবার কি চিন্তা করিলেন; চিন্তা করিয়া বলিলেন —তাহলে দেখছি, মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে…এঁরা এ ব্যপারের বিন্দুবিসর্গ জানেন না! যে সময়ে এ ভদ্রলোক এ-বাড়ীতে আসেন, তখন ওঁরা তিনজনে এখান থেকে অনেক দূরে! আচ্ছা, আপনি এই সবিতার ঠিকানা জানেন? কার মেয়ে? কোন পাড়ায় বাড়ী!

বিন্দু বলিল—না। কার মেয়ে, কোথায় বাড়ী—অত খপর নেবার দরকার হয় নি বাবা! চিত্রার কাছে মাঝে-মাঝে কলকাতার বড়ীতে আসে…একসঙ্গে পড়ে…শিল্প-কাজ জানে…সে-কাজ চোখে দেখেছি। আর শুনেছি, ওর বাড়ী হুগলিতে! এ ছাড়া আর কিছু জানি না।

সতীশ বাবু তারপর বাড়ীর তালা দেখিলেন। তালা খুলিতে কোনো রকম কশরতি করিতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না!…চাবি দিয়াই খোলা হইয়াছে…

সতীশ বাবু বলিলেন—এ দুটি তালার চাবির জুড়ি আছে কি না, আপনি জানেন?

—না বাবা…আমি আদার ব্যাপারী…অত খবর আমি কি করে জানবো!

আঁচলে-বাধা হীরার কুচিখানা মনে বিঁধিতেছিল। আঁচল হইতে সেটা খুলিয়া বিন্দু বলিল,—খানিক-আগে এইটে আমি সিঁড়ির নীচে কুড়িয়ে পেয়েছি।

এ-কথা বলিয়া হীরার কুচিখানা বিন্দু দিল সতীশ বাবুর হাতে।

সতীশ বাবু দেখিলেন, আসল হীরার মতোই! বলিলেন—এ হীরার, জানেন?

—না, বাবু!

—হুঁ! আমার কাছে থাকুক্। এ থেকে কোনো সন্ধান যদি মেলে!

হীরার কুচিখানা সতীশ বাবু দিলেন ইন্‌স্‌পেক্টরের হাতে। বলিলেন—সার্চ্চ-লিষ্টে লিখে রাখো।

তারপর সতীশ বাবু ডাকিলেন পরাশরকে। বলিলেন—মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে তুমি দোলের পর এ-বাড়ীতে আর আসতে ছাখো নি?

পরাশর বলিল—দু একবার দেখেছি। হঠাৎ মোটর গাড়ীতে করে এলেন...এসে একবার ঘুরে সব দেখে গেলেন!...আমাকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাগান জমা নেবার জন্য একজন ভালো লোক দেখে দিতে পারো না, পরাশর? ফল-পাকুড় হয়, বাঁদরে খায়, পেঁচাতে খায়...তাছাড়া পুকুরে মাছও তো ফেলা হয়েছিল।... আমি বলেছিলুম, দেখবো'খন!...

তারপর খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া সতীশ বাবু আসিলেন বিন্দুর কাছে। বলিলেন—আচ্ছা, প্রভাত বাবু যদি আত্মহত্যা করবেন স্থির করলেন, তাহলে নিজের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে' এখানে মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ঢুকে আত্মহত্যা করতে গেলেন কেন? এ বাড়ীর সঙ্গে তাঁর প্রাণের এমন সম্পর্ক থাকবার কি কারণ হতে পারে?

বিন্দু বলিল—চিত্রাকে বিয়ে করবার সখ হয়েছিল...ইদানীং বৌদির সঙ্গে এ-কথা হতো ..আমি শুনেছিলুম।

—তাতে আপনার বৌদি কি বলেছিলেন ?

—বৌদি বলেছিল, এ-কালের মেয়ে···তার মত না থাকলে জোর করে বিয়ে দিতে পারি না তো !

সতীশ বাবু একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তারপর বলিলেন—হুঁ···

তারপর প্রভাতের জামার পকেটে যে-সব জিনিষ ছিল, দেখিলেন,—একটা মনিব্যাগ···তার মধ্যে ক'খানা নোট···টাকা আধুলি-সিকি-দুয়ানি-পয়সা···ছোট একখানা খাম··একটা চাবি এবং এক-টুকরা হীরা।

০

হঠাৎ বাহিরে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল···মোটর-গাড়ী।

সতীশ বাবু বাহিরে আসিলেন। গাড়ী হইতে নামিলেন দুজন স্ত্রীলোক। একজন প্রৌঢ়া, আর-একজন কিশোরী। দুজনের বেশ-ভূষা দেখিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না। সতীশ বাবু বুঝিলেন, মিসেস বসু এবং তাঁর কন্যা চিত্রা।

সতীশ বাবু গাড়ীর কাছে আসিলেন।

বাড়ীতে পুলিশ দেখিয়া দুজনেই স্তম্ভিত !

সতীশ বাবু বলিলেন—আমি পুলিশ-অফিসার। বাড়ীতে একটা বিপত্তি ঘটে গেছে ! মানে, প্রভাত বাবুকে জানেন তো···তিনি এসে ঘরের মধ্যে কখন আত্মহত্যা করে বসেছেন !

মিসেস বসু চমকিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন···চিত্রার মুখ নিমেষে পাংশু-বিবর্ণ।

সতীশ বাবু বলিলেন—হল-ঘরে এ ব্যাপার ঘটেছে। আপনারা ও-ঘরে যাবেন না। এদিককার ঘরে আসুন···আপনারা আসছেন শুনে আমরা লাশ চালান দিইনি। আপনাদের দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করবো। দয়া করে যদি সে-কথার···

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উচাটন মন

মিসেস বসু এবং চিত্রাকে দক্ষিণ-দিককার ঘরে বসাইয়া সতীশ বাবু আদ্যোপান্ত সব কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া মা ও মেয়ে··· কারো মুখে কথা ফুটিল না···দুজনের মুখ বিবর্ণ!

সতীশ বাবু বলিলেন—বিন্দু দেবীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা একটু প্রকৃতিস্থ হোন···তারপর কাথাবার্ত্তা হবে! আপনাদের সঙ্কোচের কারণ নেই। মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার বেশ ভালো রকম জানা-শুনা ছিল···হুগলি কলোজিয়েট স্কুলে দুজনে পড়েছিলুম। তিনি আমার এক-ক্লাশ উপরে পড়তেন···তাহলেও বন্ধুত্ব ছিল!

এই কথা বলিয়া সতীশ বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ঘরে মা ও মেয়ে···আর কেহ নাই! নিস্তব্ধ ঘর···বাহিরে বর্ষা-স্নাত কাননে একটা কাঠঠোকরা পাখী গাছের ডালে চঞ্চু আঘাত করিয়া আক্রোশে মাঝে-মাঝে চেঁচাইতেছিল···

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মা ডাকিলেন—চিত্রা···

চিত্রা চাহিল মায়ের পানে।

সবিতা বলিল—এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পরে।

—তোমার পিসিমার সঙ্গে ফিরেছিল?

—না। পিসিমা স্নান করে পূজো-আহ্নিক করেছে··· তারপর কোন্ মন্দিরে গেছে···চিত্রা তো আর মন্দির-টন্দিরে যায় নি··· পিসিমার আগেই চিত্রা বাড়ী ফিরেছে।

মিসেস বসুর মুখ গম্ভীর···মনে যেন কিসের উদ্বেগ···

সবিতা বলিল—কিন্তু এ সব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন, মাসিমা

মিসেস বসু একটা নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—এমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম সারাদিন কি করলে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম। আচ্ছা, এখন তাহলে উঠি, মা ··

এই কথা বলিয়া মিসেস বসু উঠিলেন···এবং নীচে নামিয়া আসিলেন।

সবিতা সঙ্গে সঙ্গে নীচে আসিল। মিসেস বসু বাহিরের দ্বারের দিকে চলিলেন।

সবিতা ডাকিল—মা···

মা ছিলেন ওদিকে···মেয়ের আহ্বানে সেখান হইতে সাড়া দিলেন—কেন রে?

নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া সবিতা বলিল—মাসিমা এসে চলে যাচ্ছেন···

মিসেস বসু বলিলেন—না সবিতা, এখন আর তোমার মার সঙ্গে দেখা করবার সময় হবে না···তাড়া আছে। চারিদিকে যে জোট পাকিয়ে উঠেছে···আমার মাথার মধ্যে যেন চাকা ঘুরছে!

কথাটা বলিয়া মিসেস বসু প্রায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে

বসিলেন। সবিতা সঙ্গে সঙ্গে আসিল···দেখিল, গাড়ীতে বসিয়া আছে চিত্রা···

ডাকিল না। তার কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল···একটু যে দেখিল,. বুঝিল, নিশ্চয় কিছু ঘটিয়াছে! দু'চোখে প্রচুর বিস্ময় লইয়া সবিতা শুধু চাহিয়া রহিল গাড়ীর পানে··· স্তম্ভিত নির্ব্বাক!

এবং তার সে নির্ব্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়া মিসেস বসুর গাড়ী সশব্দে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্নেহের দুলাল

ছোটখাট জবানবন্দীর ব্যাপার চুকিবার পর কেহ গ্রেফতার হইল না···রহস্যের এতটুকু ইঙ্গিতও প্রকাশ পাইল না···

তার পর একদিন এ খুনের তদন্তের ভার পরিল ডিটেকটিভ সমর মিত্রের হাতে। বিশেষ ভাবেই এ রহস্য আবিষ্কারের জন্য বেঙ্গল পুলিশ তাঁর সাহায্য-প্রার্থী হইয়া কলিকাতার পুলিশ-কমিশনারের শরণ লইল।

সমর মিত্র তখন একটা জরুরি-ব্যাপারের তদারকের জন্য বোম্বাই যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, * কমিশনার-সাহেব তাঁকে ডাকিয়া বলিলেন—But here is a matter more mysterious (কিন্তু এ ব্যাপারটি আরো রহস্যজনক)!···

---

* সে-কাহিনী 'নব-কথা' গ্রন্থমালার সপ্তম উপন্যাস "ঋষি-মশাই" গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

চারটে লেখা পড়েছি···খুব সাউণ্ড এ্যাণ্ড লজিক্যাল! অল্প বয়সে তিনি মারা গেছেন!

—হ্যাঁ।

—কতদিন মারা গেছেন?

—তা প্রায় পাঁচ বছর হবে! বিয়ে-থা করেন নি। বাবা তাঁকে খুব ভালো বাসতেন। আস্তানা ছিল না···আস্তানার জন্য চিন্তাও ছিল না। তাই বাবা বলেছিলেন, এ বাড়ীতে এসে থাকো।··· সম্পত্তির মধ্যে ছিল ঐ এক-আলমারি বই। বই নিয়েই তিনি চব্বিশ ঘণ্টা মত্ত থাকতেন।

নবেন্দু বলিল—ও আলমারি চাবি-দেওয়া?

—না। কেন বলুন তো?

নবেন্দু বলিল—একখানি বই রয়েছে দেখছি···নাম, Death and Sudden Death (মৃত্যু এবং আকস্মিক মৃত্যু)···ও বইখানি বড্ড দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে!

—দেখবেন?···দেখুন না···

চিত্রা উঠিল। নবেন্দু বলিল—ও বইখানি একবার পড়েছি··· চমৎকার বই! ও বই পড়া ছিল বলেই সেদিন প্রভাত বাবুর লাশ দেখে বলেছিলুম, পাঁচ ছ'ঘণ্টা আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

—তার মানে?···বিচিত্র কৌতূহলে চিত্রার দুই চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিল।

নবেন্দু বলিল—বইখানা বার করে আপনাকেও লক্ষণ বুঝিয়ে দিচ্ছি···দেখুন।

নবেন্দু বই বাহির করিল। তারপর টেবিলের ধারে বসিয়া

বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল—একটা কেন, দশটা কন্‌ক্রীট্‌ দৃষ্টান্ত···সত্য ঘটনা···এই দেখুন···

বই খুলিয়া নবেন্দু ছাপার অক্ষর দেখাইয়া বলিল—এই দেখুন, একজন ইংরাজ কর্ণেল··যুদ্ধে ঘোড়া ছুটিয়ে ফৌজ চালাচ্ছেন···তাঁর মাথায় লাগলো কামানের গোলা···মাথাটা উড়ে বেরিয়ে গেল। তিনি কিন্তু ঘোড়ার পিঠে সিধা বসে···ঘোড়া ছুটেছে···দেহ তাঁর পড়ে নি! ঘোড়া তাঁকে নিয়ে অর্থাৎ মাথা-কাটা কবন্ধ নিয়ে ছুটে এসে তাঁবুতে ঢুকলো। তারপর আর একটি ঘটনা···ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ যুদ্ধে একজন ফরাসী সোল্‌জার···সকলে দেখলে, এক নদীর ধারে ভোঁ হয়ে বসে আছে···নিস্পন্দ ভাব···পড়ে নি, কাৎ হয় নি···হাতে জলের পেয়ালা···যেন জল খাবে···অথচ ধড়ে মাথা নেই! শত্রুর তলোয়ারে মাথা গেছে কাটা···কাটা মুণ্ডু দূরে পড়ে আছে! লোকটি মারা গেছে কোন্ কালে···কিন্তু তার দেহ টলে-ঢুলে পড়ে যায় নি···দিব্যি খাড়া বসে আছে!

রুদ্ধ নিশ্বাসে চিত্রা এ-কথা শুনিল, বলিল—কি করে এমন হলো ডাক্তার বাবু?

নবেন্দু বলিল—একে বলে rigor mortis···তার মানে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তখনি চকিতে সারা দেহ পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে! প্রভাত বাবুর দেহও দেখেছিলুম···পাথরের মতো শক্ত! না হলে দেহ কি তাঁর অমন চেয়ারে বসানো থাকতো? অসম্ভব!

চিত্রার দু'চোখে মেঘের ভার। চিত্রা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল।

নবেন্দু বলিল—শুধু খুন বা অপঘাত কেন, রোগে ভুগে মৃত্যু হলেও অনেকের এমন হয়, দেখা গেছে। তবে অপঘাত-মৃত্যুতেই খুব বেশী এটা ঘটে থাকে। কোনো লোক মরে গেছে···তখন যদি দেখেন, তার হাতে একেবারে বজ্র-মুষ্টির বন্ধনে আছে বন্দুক, রিভলভার কিম্বা ছোরা-ছুরি, তাহলে সেগুলো আত্মহত্যার কেস্—এ বুঝতে দেরী লাগে না।

—প্রভাত বাবু আত্মহত্যা করেন নি?

—না। পোষ্ট-মর্টেম এগজামিনের পর তার রিপোর্ট দেখে পুলিশও নিঃসংশয় যে প্রভাত বাবু আত্মহত্যা করেন নি···তিনি খুন হয়েছেন!·· আপনি জানেন, তাঁর হাত দুটো তখন কি ভাবে ছিল?

উন্মনার ভঙ্গীতে মৃদু কণ্ঠে চিত্রা বলিল—না।

নবেন্দু বলিল—তাঁর বাঁ হাত ছিল কোটের পকেটে···যেন পকেট থেকে কি বার করছিলেন···আর ডান হাতের আঙুলগুলি দিয়ে তিনি চেয়ার ধরে ছিলেন।···ওঁর সে আঙুলের মুঠো খুলতে আমাদের রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। কাজেই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে···যাকে আমরা বলি, cadaveric spasm (মৃত্যুর হেঁচকি), তাঁর তাই হয়েছিল। সেই জন্যই নিশ্চিত করে বলা যায়, তিনি আত্মহত্যা করেন নি!

চিত্রার মনে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে! ভাবিতেছিল, এ সব কথা যত সে মনে আনিতে চায় না, ডাক্তার বাবু তেই কেন এ কথা এমন সবিস্তারে বলিতে বসিলেন!

নবেন্দু বলিল—চেয়ারের নীচে বন্দুকটা পড়েছিল। বন্দুক তাঁর হাত থেকে অমন করে পড়তে পারে না, পড়েওনি! তার কারণ, তাঁর এক হাত ছিল কোটের পকেটে, আর এক হাতের মুঠো দিয়ে তিনি চেয়ার ধরে ছিলেন…বুঝতে পারছেন…এ তাহলে খুন! খুন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না!

চিত্রার মুখ মলিন…নিশ্বাস ফেলিয়া চিত্রা বলিল—তাহলে খুনই? …মনকে আমি বোঝাচ্ছিলুম…নিশ্চয় আত্মহত্যা! তাতে মনে অনেকখানি অভয় পেয়েছিলুম!

অবিচল দৃষ্টিতে নবেন্দু চাহিয়া রহিল চিত্রার পানে। তার মনের মধ্যে…

চিত্রা বলিল—কিন্তু কে তাঁকে খুন করলে?

চিত্রার কণ্ঠস্বর মৃদু বাতাসে মিলাইয়া গেল!

নবেন্দু বলিল—সেইটিই তো সমস্যা!…আমিও এ বিষয়ে কম চিন্তা করিনি!…আপনাদের সম্বন্ধে কত লোকের কাছে কত সন্ধান নিয়েছি!…কিন্তু চারিদিকে দেখছি যেন অকূল পাথার!

কথার শেষে নবেন্দু একটা নিশ্বাস ফেলিল…সুদীর্ঘ নিশ্বাস!

সে নিশ্বাস চিত্রার মনে নূতন ব্যথার সৃষ্টি করিল। তারা দুঃখ পায়, তার কারণ আছে! কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ভদ্রলোক… এ বিপদে মাথা দিয়া দাঁড়াইতে আসিয়া যাচিয়া এ দুঃখ ভোগ তিনি কেন সহিতেছেন!

মমতায় কৃতজ্ঞতায় চিত্রার মন বিগলিত হইল!

চিত্রা বলিল—কিন্তু এ নিয়ে যেচে আপনি কেন এত দুঃখ ভোগ করছেন, ডাক্তার বাবু?

ভর্ণা

কেন ?···

নবেন্দু চাহিল চিত্রার পানে। সে-দৃষ্টিতে ··· ছিল···চিত্রা সে-দৃষ্টির সামনে মাথা নত করিল···তার কপোলে লজ্জার রক্তিম আভা ফুটিল!

নবেন্দু বলিল—ডিটেকটিভ-অফিসার সমর বাবু আমায় খুব জানেন ···আমায় ভালোবাসেন! তিনি বলছিলেন···মানে, তিনি এর মধ্যে অনেক খপর সংগ্রহ করেছেন!···প্রভাত বাবুর সব ··· নিয়েছেন। যেদিন প্রভাত বাবু মারা যান, তার ক'দিন আগে কোথায়-কোথায় তিনি ঘুরেছেন···খুব মদ খেতেন···ক'দিন মদও খেয়েছেন টৈ-টুম্বুল রকম···এ খপর তিনি জেনেছেন।···তারপর শুনেছি ওঁদের মত, বেলা নটা সাড়ে নটার আগেও তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।···এ সম্বন্ধে কটা থিওরি ওঁরা খাড়া করছেন। সব থিওরিতে ওঁরা খুনী বলে' সন্দেহ করছেন···মানে, বলছেন বিন্দু পিশিমা, কিম্বা আপনাদের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি খুন করে থাকতে পারেন।

হঠাৎ দ্বারের বাহির হইতে শিবানী ডাকিল,—চিত্রা···

চিত্রা বলিল—শিবানী!

—না থাক্! বলিয়া শিবানী সরিয়া গেল! নবেন্দু তাকে দেখিল। নবেন্দুর চোখে যেমন বিস্ময়!

চিন্তাবিষ্ট স্বরে চিত্রা বলিল—বুঝেছি।

নবেন্দু বলিল—আর একটা কথা শুনেছি···আপনাকে শুধু বলতে পারি। মানে, ঐ দিন কথা ছিল আপনিও আপনার ··· সঙ্গে যাবেন হাওড়ায় থুরুট রোডে···কেমন?

—হ্যাঁ।

—আপনার মা খুরুট রোডে যান নি! সমর বাবু নরেশ বাবুদের ওখানে খোঁজ করেছেন। তাছাড়া সমর বাবু খপর পেয়েছেন, আপনার মা নাকি গিয়ে ছিলেন ট্যাক্সি নিয়ে অন্য জায়গায়। আপনাদের ড্রাইভার ট্যাক্সি ঠিক করে দ্যায়…ইডন্-গার্ডেনের কাছ থেকে!

চিত্রার চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় একেবারে সীমা-হীন!

নবেন্দু বলিল—বাড়ী থেকে আপনাদের বাড়ীর মোটরে করে তিনি বেরিয়ে ছিলেন…তারপর ইডন্-গার্ডেনের কাছে মোটর থামিয়ে ড্রাইভারকে তিনি বলেন, ট্যাক্সি ডেকে দাও…একবার বালিগঞ্জের দিকে যেতে হবে। কি একটা জিনিষ আনতে হবে…এই কথা বলে' তিনি ট্যাক্সি আনান। এবং সে-ট্যাক্সিতে করে তিনি একলা যান! ড্রাইভারকে সঙ্গে গ্যান নি!…আপনি এ খপর জানেন না…কিন্তু পুলিশ জানে!

চিত্রা যেন আকাশ হইতে পড়িল! বলিল—আপনি বলতে চান…

নবেন্দু বলিল—আমি কিছু বলতে চাই না…মানে, এ সব হলো পুলিশের কথা। কিন্তু অনেকক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করেছি…আর নয়। আমার আসল কথা, মা বলুন, ভাই-বোন বলুন…সকলের সম্বন্ধে আপনি সতর্ক থাকবেন! রাত্রে শোবার সময় আপনার তিনটি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবেন…খুলে রাখবেন না। এ তো শক্ত কাজ নয়…এটুকু পারবেন না?

চিত্রা কোনো জবাব দিল না।

নবেন্দু বলিল—আপনার দাদা হলেন আপনার মায়ের সব চেয়ে weak point (দুর্ব্বলতার কেন্দ্র)···আপনার দাদার ভালোর জন্য আপনাদের যদি কোনো অনিষ্ট হয়···আপনার মা সে-অনিষ্টের কথা চিন্তা করবেন না। মায়ের পক্ষে এ খুব অসম্ভব-আলৌকিক হলেও আপনার মায়ের পক্ষে যে তা খুব সম্ভব, এ-কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন ?

চিত্রা অবাক ! বলিল—না, তা বোধ হয় পারি না।

নবেন্দু চাহিল আকাশের পানে···বলিল—বৃষ্টি ধরে আসছে··· আমি এবার উঠি। পারি, আবার আসবো। কিন্তু যে-সব কথা আমি, বলে গেলুম, আভাস পেয়েছি পুলিশের কাছে ! এ-সব কথা গোপনে এসে আপনাকে বলা আমার অন্যায়···তবু···না বলে আমি থাকতে পারলুম না। আপনি যে সব কথা শুনেছেন, তা যেন প্রকাশ না পায় !

চিত্রা বলিল—প্রকাশ পাবে না। কিন্তু···আপনি নিশ্চয় আবার আসবেন ডাক্তার।···মাকে ডাকবো ? দেখা করবেন ?

নবেন্দু বলিল—থাক্···

নবেন্দু চলিয়া গেল।

চিত্রা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল ! মন বলিতেছিল, আশ্চর্য্য লোক ! চমৎকার লোক !···এমন করিয়া এ সব কথা আমায় বলিতে আসিলেন কেন ? আমি ডাক্তার বাবুর কে···

নবম পরিচ্ছেদ

এটর্ণি-পুলিশ সংবাদ

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। বৃষ্টি থামিয়াছে···আকাশের থম্‌থমে ভাব এখনো ঘোচে নাই··সে জন্য সূর্য্যও আকাশে আসিয়া বসিতে একটু ইতস্তত করিতেছে। এটর্ণি গঙ্গাগোবিন্দ চাটুয্যে আসিয়া এ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। তবু দেহখানি এখনো বেশ শক্ত-সমর্থ! এটর্ণি পাড়ায় তাঁর বুদ্ধির প্রখরতার এখনো বেশ খ্যাতি আছে। ইয়ং এটর্ণির দলও তাঁকে রীতিমত মানিয়া চলে!

কৃপাময়ীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সহাস্যে তিনি বলিলেন—কি গো কৃপাময়ী! আমার উপর অকস্মাৎ এ-কৃপার কারণ?

এক-কালে এ-বাড়ীতে গঙ্গাগোবিন্দর যাতায়াত ছিল নিত্য। সকলের সঙ্গে তিনি সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কন্; এবং বয়সের জন্য রসনা অনেকখানি শিথিল বলিয়া ভালো-মন্দ সব কথা এবং সকল রকমের পরিহাস তাঁর মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে এতটুকু বাধা পায় না। উগ্র এবং কোমল—তাঁর সকল পরিহাসই এ-বাড়ীতে প্রত্যেকের গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

কৃপাময়ী বলিলেন—শোনেন নি বিপদের কথা?

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—জনশ্রুতি মাত্র! বিশদ-বর্ণনা শুনিনি।

তার কারণ ক'দিন এখানে ছিলুম না। দিল্লী গিয়ে ছিলুম এক মক্কেলের কাজে···গিয়েছিলুম এরোপ্লেনে।

কৃপাময়ী বলিলেন—বুড়ো বয়সে উড়তে সখ হলো?

হাসিয়া গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—এই বয়সটাই তো ওড়বার মতো গো!···হ্যাঁ, এখন বলো দিকিনি কি ব্যাপার?

কৃপাময়ী সবিস্তারে প্রভাত-হত্যার কথা খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—হুঁ···এখন?

কৃপাময়ী বলিলেন—পুলিশ আসবে সকালেই, শুনেছি। আপনাকে সে-সময় থাকতে হবে। আমি ছাড়বো না।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—অনেক টাকা ফী লাগবে যে গো···

কৃপাময়ী বলিলেন—এ-বয়সে ফী চাইতে লজ্জা হয় না?

কৃপাময়ীর পানে চাহিয়া গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—তোমার পানে চাইলে লজ্জা দেশ-ছাড়া হয়ে যায়।···এখনো চুলে ঢেউ তুলছো··· কার মনোহরণের বাসনা গো?

সলজ্জভাবে কৃপাময়ী বলিলেন—যান্‌···ও সব তামাসা করবেন না। বলে, আমার মনের মধ্যে যা হচ্ছে···

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—মন ঠিক মনে নেই! বটে!···আচ্ছা, আচ্ছা···মনের কারবার আপাততঃ মুলতুবি থাকুক।

কৃপাময়ী বলিলেন—বাড়ীর সব খপর ভালো? ছেলেমেয়েরা? বৌমারা? দিদি?

—ভালো সব নয়। তোমার দিদি একটু জ্বালাচ্ছেন! বাত··· জুটি পায়ে···আমি বলি, হবে না? আমি ব্যাটা সারা-জীবন খাটছি

···আর তুমি নড়বে না, চড়বে না···শুধু গট্ হয়ে সে-পয়সার উপর বসে থাকবে! সেই পাপের পরিণাম!

মৃদু হাস্যে কৃপাময়ী বলিলেন—আচ্ছা, যেদিন যাবো, বলে দেবো দিদিকে···আপনি তাঁর সম্বন্ধে যে-কথা বললেন!

—বলো···তোমার দিদির অস্বীকার করবার উপায় নেই!···তাঁর ঐ বেতো পায়ে পাঁয়জোড় গড়িয়ে দেবো না হয়! কিন্তু না···কে পুলিশ আসবে, নাম জানো?

—শুনছি, ডিটেকটিভ-পুলিশ তদারক করছে!

চিত্রা আসিল। গঙ্গাগোবিন্দর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চিত্রা বলিল—ভালো আছেন মেসো-মশাই?

—কৈ আর ভালো থাকতে দিলে সব!···হাঙ্গামা বাধিয়েছো তোমার মা বললে, বিয়ে করো প্রভাত বাবুকে···তুমি অরাজী হয়ে মুখ বাঁকালে। ব্যস্!···আরে বাপু, আমি তো জানি, বিয়ে যখন একটা করতে হবে, তখন সে বক্কেশ্বরকে বিয়ে করো, আর হালধন বক্সীকেই বিয়ে করো···ও একই কথা! তবে হ্যাঁ, যাকে বিয়ে করবে তার টাকা-কড়ি থাকা চাই মোটা রকমের! টাকাই যে সব গো!

চিত্রা কোনো জবাব দিল না।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—দাদা কোথায়?

—দাদার ঘরে।

—নেশায় ভোঁ হয়ে আছে তো?

এ-কথার জবাব না দিয়া চিত্রা মুখ ফিরাইল।

কৃপাময়ী বলিলেন—তাকে আর শোধরানো গেল না! আপনারা দেখবেন না মোটে?

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—তার মাথা খাবার মূল তুমি! তার মাথা তুমিই খেলে! এ-কথা তোমার যদি কেউ হরিহর-আত্মা থাকে তো সেও বলবে!…

চিত্রা কহিল—কিছু খাবেন মেসোমশাই?

—কি খাওয়াতে পারো?

—বলুন, আপনি কি খাবেন?

—যদি বলি, ইট-কাঠ-পাথর?

চিত্রা হাসিয়া বলিল—তা বুঝি আবার মানুষে খায়!

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—না মা, এখন আর কিছু খাবো না।… বয়সে খাবার সম্বন্ধে আশ্চর্য্য সংযম রক্ষা করে চলেছি। সে সংযম ভাঙবার শক্তি কারো নেই। না উর্ব্বশীর, না রম্ভার! না তোমা মায়ের!…আচ্ছা, তুমি যাও…তোমার মায়ের সঙ্গে আমার কথ আছে।

চিত্রা চলিয়া গেল।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—সে-মেয়েটির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করলে?

—কোন্ মেয়ে?

—কে আবার! তোমার সেই কোন্ পুরুষের কোন্ বোনের মেয়ে …শিবানী?

কৃপাময়ী জবাব দিলেন না…তাঁর মনের আর-একদিকটা যেন বাণে বিঁধিয়া জর্জ্জরিত হইল।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—তুমিই প্রশ্রয় দেছ! এ…এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থাও তোমাকে করতে হবে।

—কিন্তু…

—না···এতে কিন্তু থাকতে পারে না!

চন্দন আসিয়া বলিল—একটি বাবু এসেছেন। কার্ড···

গঙ্গাগোবিন্দ কার্ড লইলেন। দেখিয়া বলিলেন—ক্যাল্‌কাটা ডি-ডি অফিসার সমরেন্দ্র মিত্র ···ও, আমাদের সমর···রবি মিত্তিরের ভাই!···

তিনি চাহিলেন চন্দনের পানে, বলিলেন—ঘরে নিয়ে আয়!

চন্দন চলিয়া গেল। কৃপাময়ীর দিকে চাহিয়া গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—অন্তঃপুরে যাও। আমি এসেছি···কর্ণধার!···তুমি যাও ···ভয় নেই!

—তা জানি। আপনি এসেছেন···আমি আর কেন মিছে ভয় করবো!

কৃপাময়ী চলিয়া গেলে সে-ঘরে প্রবেশ করিলেন পুলিশ-অফিসার সমর মিত্র।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—তোমার নাম সমর? রবি তোমার দাদা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার নাম গঙ্গাগোবিন্দ চাটুয্যে···এ-বাড়ীর এটর্ণি আমি। বসো সমর···কি তোমার কথা আছে···শুনি! অর্থাৎ বুঝছো তো··· মেয়ে-রাজ্য! পুরুষ-অভিভাবক নেই···মহেন্দ্রর একটি ছেলে আছে। তা সে ঐ নামে ছেলে···জাতে বাঁদর। শুধু মদ খেতে শিখেছে···মায়ের প্রশ্রয়ে। কারো সঙ্গে কথা কইবে, সে যোগ্যতা তার নেই!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি আছেন, এতে আরো ভালোই হলো !···মানে, কতকগুলি খপর আমি জানতে চাই।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন——বলো···কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে···এ-বাড়ীর কাকেও গ্রেফতার করবে না তো? গ্রেফতার করবার মতো sufficient প্রমাণ পেয়েছো?

—আজ্ঞে, তা এখনো পাইনি। তবে বুঝছেন তো, এ-ব্যাপারে under strong suspicion (গভীর সন্দেহ থাকিলে) কাকেও গ্রেফতার করবার এক্তিয়ার আমার আছে।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—সে তো জানি গো···কিন্তু তা নয়। আমি বলছি, এদের কারো উপর তেমন strong suspicion ঘটবার মতো কিছু পেয়েছো?

সমর মিত্র বলিলেন—আগে সে কথা কি করে বলি! তবে না, আমি গ্রেফতার করতে আসিনি···কতকগুলো খপর জানতে এসেছি।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—ভালো!···কিন্তু তুমি হলে ক্যালকাটা পুলিশ···খুন হয়েছে হুগলিতে···তোমার হাতে এ-খুনের তদারকীর ভার পড়লো হঠাৎ?

সমর মিত্র বলিলেন—বেঙ্গল পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল সাহেব আমাদের কমিশনার-সাহেবের কাছ থেকে একজন পাকা লোক ধার চেয়েছেন···ওঁদের প্রধান অফিসারদের মধ্যে কেউ আছেন ছুটিতে, কারো হাত too full (হাতে অন্য কাজ আছে), তাই···

—বটে!···তা বেশ, করো জিজ্ঞাসা, কি জানতে চাও? মানে

এ-ব্যাপারের সব খপর আমার নখ-দর্পণে! কি দিয়ে এরা ভাত খায়, সে-খপরও আমার অজানা নয়!

সমর মিত্র মৃদু হাস্য করিলেন, তার পর বলিলেন—আমার প্রথম প্রশ্ন, এঁদের আর্থিক অবস্থা এখন কেমন?

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—এ-সব খুব confidential (গোপন) তো? প্রকাশ পাবে না?

—নিশ্চয় না।...খপরের কাগজের সম্বন্ধেও আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। একটা নামী-পরিবারের সম্বন্ধে বাইরে নানা বিশ্রী কাণা-ঘুষো চলবে, এমন রিপোর্ট আমার মারফৎ আজ পর্য্যন্ত কখনো প্রকাশ পায়নি!

—দ্যাট্‌স্ ভেরি গুড্ (খুব ভালো)!...এ পরিবারের আর্থিক অবস্থা এখন খুব খারাপ। বাইরের ঠাটটাই বজায় আছে...তবে ভিতর একদম্ ভূয়ো!

—মহেন্দ্র বাবুর অনেক পয়সা ছিল, শুনেছি।

—ভুল শোনোনি! কিন্তু সে নিজে কোনোদিন মন দিয়ে প্রাকটিশ করে নি...অথচ হাই-ষ্টাইলে খরচ করে গেছে বিস্তর! সে মারা গেলেও ষ্টাইল বজায় আছে। কাজেই বুঝছো তো, তার পরিণামে যা হয়...অর্থাৎ কুঁজোর-জল যদি গড়িয়ে খাওয়া হয় রোজ, কুঁজো ভরবার উপায় না থাকে, তাহলে?

—যাকে বলে, নিঃশেষ...এমন?

—না। অতটায় গিয়ে দাঁড়ায় নি এখনো। খরচ অজস্র...তবে বাহাদুরি দি মিসেস কৃপাময়ীকে। মানে, এই মহেন্দ্রর স্ত্রী! মেয়ে-মানুষ হলে কি হবে! সাবাস বুকের পাটা! She is a brave woman

আরো সাবাস দি, যে জয়-পতাকা উড়িয়ে [illegible]ছে, তা নামাতে জানে না! I admire her for her determination never to take down the flag. (পতাকা নামাইবে না—তার সুদৃঢ় পণ)!

একটু থামিয়া সমর মিত্র বলিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি নিশ্চয় তা বুঝেছেন!

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—বুঝেছি বৈ কি!…ঐ প্রভাত তো! খুব চালাক ছিল! অনেক টাকা করে গেছে। ছেলেবেলায় কবে নাকি একটা বিয়ে করেছিল…তিন বছরের বেশী সে বৌ টেঁকেনি! তার পর শুধু টাকা রোজগার করেছে! বয়স হয়েছিল। তা প্রায় চিত্রার বাপের বয়সী। এ-বাড়ীতে খুব আসা-যাওয়া…শেষে ক্ষেপলো, চিত্রাকে বিবাহ করবে!…চিত্রা নেহাৎ বাচ্ছা মেয়ে নয়…তার বয়স হবে বাইশ-চব্বিশ বছর!…চিত্রার মা বলেন, বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দিলে বিবাহে ওঁর আপত্তি নেই। কিন্তু প্রভাত চালাক… ব্যবসা-বুদ্ধি আছে তার!…সে বললে, চিত্রার মাকে দেবে হার্ড-ক্যাশ্ পঞ্চাশ হাজার টাকা…চিত্রাকে দেবে পঞ্চাশ হাজার! আর বাকী সম্পত্তি চিত্রার নামে লিখে দেবে…রেজিষ্ট্রী করে!…চিত্রার মা বললেন, প্রভাতের বয়স হয়েছে, ভালো-মন্দ যদি কিছু হয়! তাই সম্পত্তি লিখে দেবার কথা প্রভাত বলেছিল। লেখাপড়া হয়েছে…রেজিষ্ট্রীও হয়ে গেছে!… এদের এ-বাড়ী বাঁধা আছে! চিত্রার মা চেয়েছিলেন টাকা দিয়ে বাড়ী-খানি প্রভাত দায় মুক্ত করে দেবে!

সমর মিত্র বলিলেন—এ-বাড়ী কৃপাময় দেবীর নামে?

—হ্যাঁ।

—এ-বাড়ী তিনি যাকে খুশী দান-বিক্রী করতে পারেন ?

—পারেন।

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ !···আপনি প্রভাত বাবুর ব্যাপার সব শুনেছেন নিশ্চয় ! তিনি আত্মহত্যা করেননি···খুন হয়েছেন। কখন খুন হয়েছেন, সে সম্বন্ধে ডাক্তারের অভিমত হলো, যেদিন বেলা দুটো-তিনটেয় বিন্দুবাসিনী গিয়ে প্রথম দেখেন, সেদিন বেলা নটা সাড়ে নটার এদিকে নয় নিশ্চয়···তবে তার আগের দিনেও হতে পারে। Rigor mortis লক্ষণ দেখে ডাক্তাররা এই মতই ব্যক্ত করেছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন—আমার ধারণা ছিল, প্রভাত মারা গেছে ঐ দিনই বেলা নটা সাড়ে নটা নাগাদ। সে সম্বন্ধে তোমাদের সকলের একমত তো ?

—আজ্ঞে, না।

তারপর সমর মিত্র ডাক্তারের অভিমত সম্বন্ধে যে বিশদ বিবরণ দিলেন, সে-বিবরণের সঙ্গে নবেন্দু ডাক্তারের কথার হুবহু মিল। সে-কথা···চিত্রার সঙ্গে নবেন্দুর কথায় আগেকার পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি—সুতরাং এখানে আর তার পুনরুক্তি করিব না !

আগের দিনেও প্রভাত খুন হইতে পারেন, এই কথা বলিয়া সমর মিত্র তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন।

সমর মিত্রের কথা শেষ হইলে গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—প্রভাতের মৃত্যুর আগের দিন এ-পরিবারের কে কোথায় ছিল, সে পরিচয় পেলে তুমি এদের মুক্তি দেবে, সমর ?

সমর মিত্র বলিলেন—দেখুন এ-কথার উত্তর যদি আমায় দিতে

হয়, তাহলে আপনাকে আরো কটি প্রশ্ন করবার অনুমতি দিন আমায়।

—বলো, কি জিজ্ঞাসা করবে?

সঙ্কোচ-ভরে সমর মিত্র বলিলেন—কথাগুলো খুব শ্রুতি-মধুর নয় কিন্তু···

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—সে আমি বুঝি। আমাদের যা ব্যবসা! শ্রুতি-মধুর কথা কাকে বলে ভুলে গেছি সমর। তাছাড়া এ-রকম খুনোখুনির ব্যাপারে কদর্য্য কথা ওঠা স্বাভাবিক। তোমার অপরাধ কি? You must do your duty (তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিবে)!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি বললেন, এ পরিবারের সব কথা আপনার নখ-দর্পণে, তাই···মানে···

—সঙ্কোচ করোনা। বলো, যা বলবে।

সমর মিত্র বলিলেন—মহেন্দ্রবাবু মারা যাবার পর এ-পরিবারের আচার-ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে?

—বুঝেছি। প্রভাতের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথা বলছো তুমি!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—সে অন্তরঙ্গতার মধ্যে মহেন্দ্রর মেয়ে চিত্রার সঙ্গে প্রভাতের ঐ বিবাহের কথা···তারপর সম্পত্তি লেখাপড়া!

সমর মিত্র বলিলেন—মাপ করবেন···মহেন্দ্র বাবু মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রভাত বাবুর একটু বেশী-রকম ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রভাত বাবুর সঙ্গে ক'বার তিনি ষ্টীমারে করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ···একা···এবং···প্রায় মাসখানেক ধরে ষ্টীমারে বেড়ান।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—হুঁ, বেরিয়েছিলেন !…কিন্তু তুমি আমাকে বিপদে ফেললে সমর ! মানুষ কি-উদ্দেশ্য নিয়ে কি-কাজ করে, তার অন্তর্যামী ছাড়া সে-উদ্দেশ্যের খপর বাইরের লোক কি করে জানবে, বলো ? তুমি যা ইঙ্গিত করছো, আমি বুঝেছি। কিন্তু…

গঙ্গাগোবিন্দ নিমেষের জন্য চুপ করিলেন, তারপর সিগারে একটা দীর্ঘ টান দিয়া ধোঁয়া উড়াইয়া তিনি বলিলেন—আজ বিশ-বাইশ বৎসর আমি কৃপাময়ীকে দেখছি…মানে, মহেন্দ্রর এই স্ত্রীকে… বাইশ বছর ? তাই ! ছেলে জহরের বয়স হলো প্রায় সাতাশ ! এই বাইশ বছর কৃপাময়ীর জীবনে ধ্রুবতারা হলো ঐ ছেলে জহর…this one factor controlling her life ! ছেলের উপর ওঁর মনের ভাব…তাকে কি বলবো ? regular passion (যেন নেশা) ! এ নেশা এমন যে ছেলে কিছু চাইলে তার বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছে, কৃপাময়ীর আবেগের স্রোতে ঐরাবতের মতো সে ভেসে তলিয়ে গেছে।…মহেন্দ্ররও ছেলেকে কিছু বলবার জো ছিল না। ভালো কথা, দীনবন্ধুর সধবার একাদশী পড়েছো তো ? আহা, a classic…তার সেই মা আর ছেলে অটল ! ছেলে মদ খেতে চায়, মা দেন্ মদ ! কাঞ্চনের জন্য ছেলে নাচতে লাগলো, অটলের মা উপযাচক হয়ে মাথায় বয়ে সেই কাঞ্চনকে সাধ্য-সাধনা করে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। এ-মাও ঠিক সেই অটলের মা…ছেলেটিও হুবহু অটল ! অর্থাৎ আরো স্পষ্ট করে যদি বলি, ছেলে জহরের পথে কাঁটা হয়ে যে দাঁড়াবে, মা সে-কাঁটাকে উচ্ছেদ করতে কাতর হবে না !

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি যা বললেন, ভারী অদ্ভুত ! কিন্তু অটলের মা…কবির কল্পনায় তার অস্তিত্ব !

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—আমি এতটুকু অত্যুক্তি করিনি সমর। কৃপাময়ী-মা···সেই অটলের মার রক্তে-মাংসে-গড়া প্রতিচ্ছবি!

সমর মিত্র এ-কথার কোনো জবাব দিলেন না···গঙ্গাগোবিন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন·· হতভম্বের মতো।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—তাহলে বুঝতে পারছো! প্রভাতকে কৃপাময়ী জহর বা চিত্রা খুন করবে, এ একেবারে স্বপ্নের অগোচর! প্রভাতকে বাঁচিয়ে রাখায় কৃপাময়ীর স্বার্থ ষোল আনা ··কারণ প্রভাত এ-পরিবারের golden goose (স্বর্ণ-হংস)! তার টাকায় বাড়ীখানি হবে দায়-মুক্ত · এবং দায়-মুক্ত বাড়ী তিনি জহরকে দিতে পারবেন। জহরের স্বার্থ—তার কারণ, বোনের সঙ্গে প্রভাতের বিবাহ হলে জহর পাবে বাড়ীর নির্দায় স্বত্ব! আর চিত্রা? সে পাবে প্রভাতের সর্ব্বস্ব!

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু এ বিবাহে মেয়ে চিত্রার মত ছিল না ···তাঁর তো ঘোর বিরাগ!

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—সে বিরাগ বয়সের ধর্ম্মে। এবং চিত্রার বয়সই তাকে ঐ পৈশাচিক কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখবে। আর-কেউ যদি তাকে পরামর্শ দেয়, প্রভাতকে খুন করো···তাহলে she would resent it! খুনীর সন্ধান এ-পরিবারে মিলবে না সমর·· খুনীকে তুমি পাবে এ-পরিবারের বাইরে!···হ্যাঁ, আর ঐ ষ্টীমারে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলছিলে··কৃপাময়ীকে আজ আমি প্রথম দেখছি না···ওঁর বয়স তখন সাতাশ-আটাশ···quite young (তাঁর যৌবনে) ···বিলাসিতা ওঁর যতই থাকুক, সে-বিলাসিতা শুধু সামাজিক ফ্যাশনের জন্য! নাহলে পুরুষের সঙ্গে রোমান্স···কৃপাময়ী তার স্বপ্নও

দেখেন নি! সে-ধাতের লোকই উনি নন্!...এদিক দিয়ে সন্ধান করলে তুমি খুনীকে পাবে না সমর। মক্কেলের জন্য ব্যবসায়ী-কথা তোমায় বলছি না...তুমি রবির ভাই...আমার স্নেহের পাত্র...ধাপ্পাবাজি নয় ...আমার মনের সত্য কথাই আমি তোমায় অকপটে বলছি!...

দশম পরিচ্ছেদ

আবার

মেঘ-বৃষ্টির ভিতর দিয়া দিনের বেলাটুকু কাটিয়া গেল...রৌদ্র একটিবার দেখা দিল না!

এই নিরানন্দময়তার মধ্যে সারা দিনটা গড়াইয়া ঘুমাইয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে জহর সুস্থ দেহে উঠিয়া বসিল। ডাকিল—মথুর...

সাড়া নাই!

ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় আসিল, ডাকিল—মথুর...

কৃপাময়ী ছিলেন পাশের ঘরে...বিন্দুর সঙ্গে সংসারের কি দু'চারিটা কথা কহিতে ছিলেন। জহরের কণ্ঠ শুনিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন—মথুরকে ডাকছিস কেন? কি চাস্?

জহর বলিল—ব্যারাকপুর যাবো। পুলিশ আসবে, জিজ্ঞাসা-পড়া করবে বলে' সারাদিনটা আমায় মিথ্যে এখানে আটকে রাখলে! হুঁ! কোথায় পুলিশ? যদি ভদ্দর হয় তো এ বাদলায় দিনে জিন্ খেয়ে তোফা আরাম করছে!...আমারি কপালে শুধু ভুয়ো!

কৃপাময়ী বলিলেন—পুলিশ এসেছিল…গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে চলে গেছে। গঙ্গাগোবিন্দ বাবু তাদের বলে দেছেন, তোর শরীর খারাপ… তবে ভয় নেই, জহর পালাবে না…একটু ভালো থাকলে কাল যখন খুশী আসবেন!

বিরক্তিতে জহর মুখ বাঁকাইল, বলিল—আজকের দিনটা মাটী করে কালকের দিনটাও মাটী করতে চাও…বটে!

কৃপাময়ী দেখিলেন, এদিক দিয়া বুঝাইয়া ফল হইবে না। তাই তিনি সুর বদলাইলেন, বলিলেন—এ-সন্ধ্যায় আজ নাই বা বেরুলি জহর!

—না, বেরুবে না! বাড়ীতে পড়ে ভেপসে মড়বো!

—কিন্তু ব্যারাকপুরে যাবি বলছিস, সেখানেও যদি এমন বাদলা হয়?

—তবু সে বাড়ী নয়…বাগান!…আমি বেরুবো…মথুর ব্যাটা গেল কোথায়? বিছানায় শুয়ে আরামসে ঘুম দিচ্ছে নিশ্চয়…

কৃপাময়ী বলিলেন—তুই ঘরে একটু বোস…আমি তাকে দেখছি। পিশিমা খাবার এনে দেবে…খা। কখন সেই দুটি ভাত খেয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস!…লুচি আছে, মাংসর কারী আছে…খাবি নে?

—শীগগির তবে দাও!…আর মথুর…সে ব্যাটাকে এখুনি আমার চাই।

—ডেকে দিচ্ছি…বলিয়া তিনি ডাকিলেন বিন্দুকে,—ঠাকুরঝি…

বিন্দু আসিল। কৃপাময়ী বলিলেন—জহরের জল-খাবারটা দাও ভাই শীগগির…লুচি আছে, মাংস আছে, আর ভালো মধু আছে… দিয়ো। তারপর ছাখো, কি আর চায়!

কৃপাময়ী গেলেন মথুরের সন্ধানে। প্লেটে জলখাবার সাজাইয়া বিন্দু সে-প্লেট আনিয়া ধরিয়া দিল জহরের ঘরে জহরের সামনে।

জহর বলিল—শিবুকে একবার ডেকে দাও তো পিসিমা···

পিশিমা বলিলেন—দিই!

খাবার পরিবেশন করার কাজ বিন্দুর···এবং বসিয়া খাওয়ানো··· সে-ডিউটি শিবানীর।

শিবানীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

চন্দন বলিল—দুপুর বেলায় শিবুদি যে বললে, ঢাকুরে যাচ্ছে!

বিন্দু বলিল—এই বৃষ্টিতে! ট্রামে করে গেছে?

চন্দন বলিল—ট্রামে তো হামেশা যায়-আসে। আমি বললুম, এই জল-কাদা শিবুদি···তাতে বললে, বাড়ীর জন্যে বড্ড মন কেমন করছে।

—ও, কিন্তু এ বৃষ্টিতে না গেলে চলতো না? এমন কি মন-কেমন করা!

চন্দন বলিল—আমি তার কি জানি পিশিমা?

—আজ আসবে? না···না?

চন্দন বলিল—তা কিছু বলে যায় নি।

বিন্দু ফিরিয়া আসিল জহরের কাছে। বলিল—না বাবা, শিবু বাড়ী নেই। চন্দন বললে, সে নাকি ঢাকুরেয় গেছে তার বাপের কাছে। ··মন-কেমন করছে।

—মন-কেমন! এই জল-কাদায়?

—আমি তাই বলছিলুম—এ জল-কাদায় না গেলে চলতো না!

—হুঁ! তার ভারী আস্পর্দ্ধা হয়েছে, পিশিমা!

লুচিগুলা জহর প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া বিন্দু বলিল —আর লুচি দেবো বাবা?

—লুচি! না···কতকগুলো ঘী-ময়দা ঠেশে পেট ভরাতে চাই না। সারাদিন এই বৃষ্টি! না হয় বিলিত খাবার দু'-একটা তৈরী করতে! হুঁঃ, যত সব···

মেজাজের উগ্রতা দেখিয়া বিন্দু নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

সারা-বাড়ী ডাকাডাকি করিয়াও কৃপাময়ী মথুরের সাড়া পাইলেন না। বিরক্তি-ভরে ফিরিয়া জহরকে শুনাইয়া তিনি বলিলেন,—তুই একটু বকিস্ দিকিন্ ওকে···সত্যি তো, ভয়ঙ্কর আস্পর্দ্ধা হয়েছে! দাদাবাবু রয়েছে ঘরে ··কখন কি দরকার হয়, তা খেয়াল নেই···আড্ডা দিতে বেরিয়েছে!

জহর বলিল—দূর করে দাও ব্যাটাকে! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব! · খানসামা-চাকর! ওঃ, ভারী আমার খানসামা রে!

কৃপাময়ী বলিলেন—জরিমানা করবো···ফিরে আসুক একবার

মুখ-হাত ধুইয়া জহর সাজ-সজ্জা করিল···কৃপাময়ী দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তারপর জহর বলিল,—গোটা দশেক টাকা দাও দিকিন্। দরকার।

—ব্যারাকপুর যাবি যদি তো বেলাবেলি গেলেই পারতিস! এই জল-কাদা·· পথে পিছল···নিজে গাড়ী চালাবি?

জহর বলিল—হ্যাঁ। ভাবছো, নেশা আছে! মোটে না···পড়ে-পড়ে ঘুমোলে নেশা থাকে কখনো? হুঁঃ!

কৃপাময়ী বলিলেন—মথুরকে পাচ্ছি না···চন্দনকে না হয় নিয়ে যা মনটা তবু আমার ঠাণ্ডা থাকবে!

—ক্ষেপেছো! চন্দনকে কোথায় নিয়ে যাবো!

—তা বলে একা যাবি?

—নিশ্চয়।···কিন্তু বাজে কথা রেখে দশটা টাকা দাও দিকিনি···

কৃপাময়ী নড়িলেন না। মন চাহিতেছিল, জহর বাড়ীতে থাকুক!

জহর বলিল—কি! নট্ নড়ন-চড়ন রয়ে গেলে যে! দেবে না টাকা? বেশ ধার করবো'খন···মদ খাই আর যা করি, বাজারে ক্রেডিটটুকু বজায় রেখে চলেছি মা! কেউ বলতে পারবে না যে, টাকা ধার করে সে-টাকা শোধ করিনি!

জহর গমনোদ্যত হইল। কৃপাময়ী বলিল—নিয়ে যা টাকা···

জহর বলিল—এই তো দেবে টাকা···জানো। কেন মিছে দেরী করিয়ে দাও, বলতে পারো?

দশ-টাকার একখানা নোট আনিয়া কৃপাময়ী ছেলের হাতে দিলেন ···পার্শে নোট পুরিয়া জহর চলিয়া গেল!···

কৃপাময়ী স্তম্ভিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেন চেতনা-হীন!

সহসা চিত্রার কণ্ঠে আর্ত্ত চীৎকার···কৃপাময়ীর চেতনা ফিরিল।

বিন্দু ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—চিত্রা···

নীচে হইতে চিত্রা বলিল—পিশিমা···

কম্পিত স্খলিত তার স্বর!

বিন্দু বলিল—কি হয়েছে রে? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি যে!

—দেখে যাও···নীচে এসে···

ক্ষিপ্র-পায়ে বিন্দু নীচে ছুটিল···কৃপাময়ীও বিন্দুর পিছনে নীচে গেলেন···

সিঁড়ি আর নামিতে হইল না। সিঁড়ির ঘরে আসিয়াছেন··নীচে হইতে বিদ্যুতের বেগে ছুটিয়া আসিয়া চিত্রা একেবারে বিন্দুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতেছে!

সভয়ে তার মাথায় হাত রাখিয়া বিন্দু ডাকিল—চিত্রা···

কৃপাময়ী ডাকিলেন—চিত্রা···

চিত্রার দেহ যেন পায়ে ভর রাখিয়া আর খাড়া থাকিতে পারে না ···চিত্রাকে ধরিয়া বিন্দু আসিল দোতলায় বিন্দুর ঘরে। কৃপাময়ী সঙ্গে আসিলেন।

চিত্রা নিস্পন্দ···নির্ব্বাক···তার মুখ চোখ বিবর্ণ সাদা!

বিন্দু ডাকিল—চিত্রা···

কৃপাময়ী ডাকিলেন—চিত্রা··

চিত্রা চাহিল দুজনের পানে···

বিন্দু কহিল—অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন মা? ভয় পেয়েছো যেন খুব! কিসের ভয়? কি হয়েছিল?

কোনো মতে অস্ফুট কণ্ঠে চিত্রা কহিল—মথুর···

কৃপাময়ী বলিলেন—মথুর কি করেছে?

চিত্রা কহিল—মড়ে পড়ে রয়েছে···মাথায় রক্ত···

—এঁ্যা!

কৃপাময়ী বিন্দু···দুজনে শিহরিয়া উঠিলেন!

মৃদু কণ্ঠে চিত্রা বলিল—হ্যাঁ মা···বসে ছিল···ডাকলুম। সাড়া দিলে

না! যেই একটু ঠেলেছি, অমনি উপুড় হয়ে পড়ে গেল! কাঠের মতো শক্ত...আর গা কি ঠাণ্ডা···উঃ!

দু'চোখ বুজিয়া চিত্রা শিহরিয়া সিঁটকাইয়া উঠিল!

বিন্দু চাহিল কৃপাময়ীর পানে···কহিল,—উপায়!

কৃপাময়ী বলিলেন—গঙ্গাগোবিন্দ বাবুকে ফোন্···কিন্তু কে বা ফোন্ করে। ছেলেও এখন···এ বিপদ যদি কিছু বোঝে!···আমাকেই ফোন্ করতে হবে।

কৃপাময়ী উঠিলেন। চিত্রা ডাকিল—মা···

মা বলিলেন—কেন?

চিত্রা বলিল—কি এ? আরো কি হবে মা এর পর?

বিন্দু বলিল—সত্যি, বাড়ীর মধ্যে কে এসে খুন করে গেল বলো দিকিনি!

দুশ্চিন্তায় ভয়ে অবসাদে কৃপাময়ীর সর্ব্বাঙ্গ টলিতেছে। তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন···কোনো মতে দেওয়াল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিলেন!

বিন্দু তাঁর হাত ধরিয়া তাঁকে বসাইয়া দিল। বলিল—বসো বৌদি ···যা হবার হয়েছে, তুমি শেষে মাথা ঘুরে পড়ে মারা যাবে কি!

ভয়ে কৃপাময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—চারিদিকে আমি অন্ধকার দেখছি, ঠাকুরঝি!

গঙ্গাগোবিন্দ এটর্ণি আসিলেন। থানা হইতে ইনেস্‌পেক্টর আসিল, পাহারওয়ালা-জমাদার আসিল···বাড়ী একেবারে এক-নিমেষে কোলাহল-কলরবে গম্‌গম্ করিতে লাগিল।

গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া সমর মিত্রকে ফোন্ করিয়া দিলেন···সমর মিত্রও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

লোকজনের জবান-বন্দী···চারিদিক তন্নতন্ন করিয়া দেখা···কিছুই বাকী রহিল না।

জহরের খোঁজ পড়িল। গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—সে বেরিয়েছে! কাল তাকে হাজির করিয়ে দেবো। তাছাড়া সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। সে বেরিয়ে যাবার পর এ ব্যাপার চিত্রা জানতে পারলো। বেরুবার আগে জহর মথুরের খোঁজ করেছিল।

সমর মিত্র বলিলেন—প্রভাত বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে এ মৃত্যুর যোগ আছে, চাটুয্যে মশাই।

পুলিশ সকলকে প্রশ্ন করিল—মথুরকে শেষ কখন কে কোথায় কি করিতে দেখিয়াছে? সকলে এ প্রশ্নের উত্তর দিল। সে-সব উত্তর হইতে জানা গেল, বেলা একটায় খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বাসন মাজিয়া মথুর যখন চলিয়া যায়, বেলা তখন দুটো! তাকে শেষ দেখিয়াছে ঠাকুর!

এদিককার তদারক সারিয়া লাশ চালান দিয়া পুলিশ যখন বিদায় লইল, রাত তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে! যাইবার সময় পুলিশ বাড়ীর সদরে একজন কনেষ্টবল মোতায়েন রাখিয়া গেল।

তার পর বাড়ীর মধ্যে বিপর্য্যয় কাণ্ড। যে-ঠাকুর রান্নাবান্না করে, সে নোটিশ দিল, কাল হইতে সে আর কাজ করিবে না। দুজন দাসী

ছিল—বাকী রাতটুকু ভয়ে-ভয়ে তারা দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরে পড়িয়া রহিল। বলিল, সকাল হইলেই তারা বাড়ী যাইবে। মাহিনা চায় না···এ-বাড়ীতে কাজ করিতে পারিবে না। শেষে কোন দিন কি ঐ মথুরের মতো খুন হইয়া পড়িয়া থাকিবে !···

চিত্রা যেন পাথর বনিয়া গিয়াছে! নবেন্দু ডাক্তার যে-সব কথা বলিয়া গিয়াছে···সেই···rigor mortis···মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ চকিতে যেন কাঠ! প্রভাত কাঠ হইয়াছিল···আর এখানে ঐ মথুরও! সে নিজে মথুরকে স্পর্শ করিয়াছিল তো! এখনো সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে !···আত্মহত্যা নয়···এ খুন···

কিন্তু কে খুন করিল? প্রভাত বাবুর যেন টাকা-কড়ি আছে··· তাঁকে খুন করিলে কাহারো না কাহারো লাভের সম্ভাবনা! তাই বলিয়া মথুর!

বুকের উপর পাহাড়ের ভার···আরও ভারী হইয়া উঠিতেছে। এমন ভারী যে এ-ভারের চাপে তার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে!··· তার চোখের সামনে অন্ধকার ক্রমেই জমাট হইয়া উঠিতেছে!

শেষে হাঁপাইয়া মরিবে?···

উপায় কি? উপায়?···কোথাও চলিয়া যাইবে? কোথায়? কোথায়? এত বড় পৃথিবী...চারিদিক হইতে কে যেন ফাঁশ্ টানিয়া তাকে ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে পুরিয়া দিতেছে! এ ছোট গণ্ডী ছাড়িয়া কোথায় গেলে সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে? কোথায় গেলে আলোর অতি-ক্ষীণ একটু রেখা···

নাই! নাই। আলো নাই! বাতাস নাই! পৃথিবীর চেহারাখানা

যেন বদলাইয়া গিয়াছে! ঐ যে ঘন বর্ষা…ও বর্ষার জলে রঙ মুছিয়া পৃথিবী একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে!

—মাগো! বলিয়া গভীর হতাশভরে চিত্রা বিছানার উপরে লুটাইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ক্লিপ্

দু-তিনদিন পরের কথা।

সমর মিত্র আসিয়া সকলকে প্রশ্ন করিলেন। যথাযথ উত্তর শুনিয়া বিন্দুকে তিনি বলিলেন—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল… আলাদা। যদি কিছু মনে না করেন… আমি আপনার ছেলের মতো… আমাকে পুলিশ বলে মনে করবেন না!

বিন্দু বলিল—না বাবা, তুমি জিজ্ঞাসা করো। আমি যা জানি, বলবো বৈ কি, নিশ্চয় বলবো।

সকলের অন্তরালে সমর মিত্র বিন্দুকে বলিলেন—মথুরের আঙুলের ছাপ আমরা নিয়েছি…লালবাজারে মিলুতে দিয়েছি। আমার কেমন সন্দেহ হয়…দাদাবাবুকে যখন মদ খাওয়ায়, ওর নিশ্চয় কুলুজী আছে! আচ্ছা, আপনারা জানেন, লোকটা কখনো জেল-টেল খেটেছিল কি না? কখনো?

বিন্দু বলিল—না বাবা, অত-শত আমি জানি না খোঁজখপর। অবীরা গরীব আমি···কোনো কূলে কেউ নেই···অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আর মান-ইজ্জৎ বজায় রেখে আমার শুধু বেঁচে থাকা! চাকর-বাকর আমার খিদ্‌মৎ খাটেনি কখনো···আমিও কারো অত খোঁজখপর রাখিনি।

সমর মিত্র বলিলেন—এ-বাড়ীতে ও ছিল কতদিন?

বিন্দু বলিল—আমি আছি সাত বছর···আর হলো গিয়ে তার উপর তিন মাস। আমি এসে ইস্তক ওকে এখানে দেখছি!

—আগে বুঝি মহেন্দ্র বাবুর কাজকর্ম্ম করতো?

—দাদা তামাক খেতেন। ও দাদার তামাক সেজে দিত, পা টিপে দিত আর ফরাশের কাজ করতো।

সমর মিত্র বলিলেন—যেদিন প্রভাত বাবু খুন হন্‌, হুগলির বাড়ীতে আপনি এক-কুচি হীরে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন···না?

—হ্যাঁ, বাবা।

—সে হীরের কুচির কোনো খোঁজ পেলেন? মানে, বাড়ীর কারো কোনো গহনা থেকে···

বিন্দু বলিল—খোঁজ ঠিক পাইনি। তবে চার-পাঁচদিন আগের কথা···যে রাত্রে খুব সেই ঝড় আর বৃষ্টি··সেদিন··তখন অনেক রাত ···আমাদের মনের অবস্থা তো সব পাগলের মতো···ঘুম নেই কারো চোখে···বৌদির ঘর থেকে আমার ঘরে শুতে আসছিলুম। দেখি, আমার ঘরের কাছে সিঁড়ির উপর ঐ মথুর···হাতে কি একটা নিয়ে আলোয় সেটা দেখছে! আমি ডাকলুম, মথুর! মথুর যেন চমকে উঠলো! আমি বললুম, কি দেখছিস? তাতে একটা ক্লিপ আমার

হাতে দিয়ে মথুর বললে, সিঁড়ি নামতে গিয়ে তার পায়ে ঠেকেছিল ...তুলে তাই দেখছে! ক্লিপটা দিল। আমার কাছ থেকে আর নেয়নি...সেটি আমার কাছেই আছে। বৌদিকে দেখালুম, বললুম, এ ক্লিপ কার? দেখে বৌদি বললে, ও ক্লিপ বাড়ীর কারো নয়। আমি সেটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি!...ভাবলুম, যদি কখনো এর খোঁজ পড়ে...

সমর মিত্র বলিলেন—সেটি আমায় দেখাতে পারেন?

—কেন দেখাবো না বাবা?...নিয়ে আসছি।

বিন্দু গেল ক্লিপ আনিতে...সমর মিত্রের মনে অতি ক্ষীণ আশার রশ্মি...

ক্লিপ আনিয়া সমর মিত্রের হাতে দিয়া বিন্দু বলিল—ভালো কথা ...এ ক্লিপ থেকেও দেখছি একখানি ছোট পাথর খশে গেছে...বাকী যে-পাথর রয়েছে, সেগুলোও যেন হীরের কুচি! যে-কুচি হুগলিতে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, এ কুচিগুলিও সেই মাপের বলে' মনে হয়!

সমর মিত্র ক্লিপ লইলেন...নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। দেখিয়া তিনি বলিলেন—এ কার ক্লিপ...আপনি বলতে পারেন না?

বিন্দু বলিল—না বাবা। ওরা গহনা গায়ে দেয়, দেখি...কি গহনা, তা আমার দরকার বলে মনে করিনি...দেখিও নি কখনো মন দিয়ে!

সমর মিত্র কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন—আপনি যখন মথুরের সঙ্গে এই ক্লিপ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইছিলেন, সেখানে তখন আর কেউ ছিল?

—না, বাবা।

—কাছাকাছি আড়াল থেকে আর কারো পক্ষে আপনাদের দুজনকে দেখা কিম্বা আপনাদের সে কথা শোনা সম্ভব ছিল?

—তা কেন সম্ভব থাকবে না! লম্বা বারান্দা…মানুষকে দেখা যায়…আর তাদের কথাও কাণে শোনা যায়।

—আপনি ঠিক জানেন, আর-কেউ আপনাদের দুজনকে ত্মাখে নি? বা আপনাদের কথা শোনে নি?

—কি করে জানবো, বাবা!…আমি তো কাকেও দেখিনি!

—হুঁ! আচ্ছা, আপনাকে এই ক্লিপ দিয়ে মথুর কি বললে?

—আর কোনো কথা বলে নি! সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে গেল।

—আপনি তাকে নেমে যেতে দেখেছেন?

—তা দেখেছি।

—তার কতক্ষণ পরে আপনি আপনার ঘরে গেলেন?

বিন্দু চকিতের জন্য একবার মনের গহনটা হাতড়াইয়া লইল, তারপর বলিল—মথুর চলে যাবার পরে প্রায় দু'চার মিনিট আমি সেখানে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

সমর মিত্র বলিলেন—এই দু'চার মিনিটের মধ্যে কাকেও দেখেন নি?

বিন্দুর মনে পড়িল। ঠিক! বিন্দু বলিল—ও, হ্যাঁ…আমি ঘরে যাবো, এমন সময় শিবানী এসে ডাকলে, পিশিমা…

সমর মিত্র বলিলেন—শিবানী কে?

বিন্দু শিবানীর পরিচয় খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—শিবানী কোথা থেকে এলো, জানেন?

—আমায় বললে, সে ছিল চিত্রার ঘরে···চিত্রার কাছে। তার শুতে যাবার কথা না কি বৌদির ঘরে। আমায় বললে বড্ড ভয় করছে পিশিমা। আমি বললুম, ভয় করে যদি, ও ঘরে নাই বা গেলি··· আমার কাছে শুবি আয়···বৌদি যদি ডাকে, তখন না হয় বৌদির কাছে যাস! এ-কথা শুনে শিবানী আমার সঙ্গে এলো···আমার ঘরে। আমার সঙ্গে এক-বিছানাতেই সে রাত্রে শিবানী শুয়েছিল।

সমর মিত্র যেন অকূলে কূলের রেখা দেখিলেন! তিনি বলিলেন —এই শিবানীকে তো আমি দেখিনি বা তার জবানবন্দী নিই নি! ···শিবানী বাড়ী আছে?

বিন্দু বলিল—না। যেদিন মথুর খুন হয়, সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর শিবানী গেছে তার বাপের কাছে। কাল সন্ধ্যার সময় বৌদি তার চিঠি পেয়েছে। চিঠি ডাকে এসেছে···শিবানীর বাবার খুব অসুখ··· তাই সে আসতে পারছে না···তার বাবা পথ্য পেলেই সে আসবে।

সমর মিত্রের বুকের মধ্যে যেন বিজয়-বাদ্য বাজিয়া উঠিল! তিনি বলিলেন—সে চিঠি আমি চাই···আর সেদিন যে শিবানী বাড়ী গেল খাওয়া-দাওয়া সেরে, আপনাদের বলে গিয়েছিল?

—না। আমাকে বলে নি। আর যতদূর জানি, বৌদিকেও বলে যায় নি।

—কি করে জানলেন, আপনার বৌদিকে বলে যায় নি?

—জানি এই কারণে·· বৌদিও তার খোঁজ করছিল কি না। তাতে চাকর চন্নন বললে, শিবানী-দিদি ঢাকুরেয় গেছে।

—কটার সময় শিবানী গেছে, চন্দন তা বলেছিল ?

—অত আমার মনে নেই, বাবা !…

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ…এ ক্লিপের কথা কাকেও আপনি বলছেন ইতিমধ্যে ?

বিন্দু বলিল—না, বৌদি ছাড়া আর কাকেও বলিনি।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ ! বেশ, এখন একবার আপনাদের চন্দন চাকরকে চাই। শিবানীর সম্বন্ধে এইটুকু জানতে চাই…সেদিন কখন সে এ-বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল।

১

চন্দন চাকরের ডাক পড়িল। সমর মিত্রের প্রশ্নে চন্দন বলিল—ঘড়ি তো দেখিনি বাবু ! তবে আমাদের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে তখন…তাই থেকে আন্দাজে মনে হয়, বেলা তখন দেড়টা-দুটো হবে !

বেলা দেড়টা-দুটো !…সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

কৃপাময়ী আসিলেন, বলিলেন—এই নিন চিঠি…শিবুর চিঠি।

একখানা পোষ্ট কার্ড। সমর মিত্র ডাকঘরের ছাপ দেখিলেন। পোষ্ট-অফিসের নাম নাই…রেলোয়ে-ষ্টেশনের ছাপ !

সমর মিত্র বিস্মিত হইলেন। ষ্টেশনে আসিয়া চিঠি পোষ্ট করিবার প্রয়োজন ?…কিন্তু এ-সম্বন্ধে কাহাকেও কোনো প্রশ্ন করিলেন না। চিঠিখানা তিনি মনোযোগ দিয়া পড়িলেন। ছোট চিঠি। লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু

মাসিমা, বড্ড মন কেমন করিতেছিল বলিয়া বাবাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। এখানে

আসিয়া দেখি, বাবার খুব জ্বর। তাই ফিরিতে পারি নাই। বাবা পথ্য পাইলেই আমি ফিরিব।

আশা করি আপনাদের শারীরিক কুশল। আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন।

স্নেহের শিবানী

সমর মিত্রের মনে যেটুকু সংশয় ছিল, এ চিঠি পড়িয়া সে সংশয় দূর হইল। তিনি বলিলেন,—এঁর বাবা কোথায় থাকেন ?

কৃপাময়ী বলিলেন—ঢাকুরে ষ্টেশনে নেমে পূর্ব্বদিকে খানিকটা যেতে হয়···একতলা বাড়ী। বাড়ীর সামনে মস্ত একটা বটগাছ ···বটগাছের কাছে একটা ভাঙ্গা শিব-মন্দির।

—বাবার নাম ?

—বিদ্যাশঙ্কর সরকার।

—কি কাজ করেন তিনি ?

—ডাক্তারী করে। বাড়ীর বাঁদিক্‌কার ঘরে ছোটখাট ডাক্তারখানা আছে।

সমর মিত্র বলিলেন—বটে!···তা এঁর জবানবন্দী নেওয়া দরকার।···এই শিবানীর। শিবানী কবে আসবে ?

কৃপাময়ী বলিলেন—চিঠিতে লিখেছে, তার বাপ পথ্য পেলে আসবে।

—তা বটে! সমর মিত্র চাহিলেন বিন্দুর পানে, বলিলেন—আপনাকে আর দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে যদি দয়া করে আর একবার এদিকে আসেন···

বিন্দু বলিল,—চলো বাবা।

ঘরে আসিয়া সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—শিবানীকে কখনো এ ক্লিপ ব্যবহার করতে দেখেছেন?

—না। তাকে তেমন সাজতে-গুজতে কখনো দেখিনি। হিঁদুর ঘরের বিধবা মেয়ে।

আর একটা প্রশ্ন! পুলিশ-অফিসারের সন্দিগ্ধ মন···প্রশ্নটা শুনাইবে বিশ্রী···কিন্তু উপায় নাই!··

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি আমার মায়ের মতো···তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে উপায় নেই···আমাদের কর্ত্তব্য···বোঝেন তো আপনি। সে কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক নোংরা কথা বলতে হয়!··· এ-কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমায় আপনি ক্ষমা করবেন···অত্যন্ত নিরুপায় হয়েই আমায় বলতে হচ্ছে···

বিন্দু বলিল—বলো···সত্যি, বুঝি তো···তোমার উপর কত বড় ভার! দুর্জ্জনের দমন।

সমর মিত্র বলিলেন—এই শিবানী মেয়েটির বয়স কত?

—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হবে।

—বিয়ে হয়েছিল কদ্দিন?

—দশ বছর বয়সে ওর বিয়ে হয়েছিল · বারো বছর বয়সেই কপাল পোড়ে

—মেয়েটির চাল-চলনে কোনো-রকম··

বিন্দু বলিল—বাইরে আমি কখনো বেচাল দেখিনি। তবে··· কথাটা বাধিয়া গেল।

সমর মিত্র বলিলেন,—লজ্জা করবেন না, যা···বলেছি তো, আমি আপনার সন্তানের মতো !

বিন্দু বলিল—জহরের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করে···জহরের বড্ড ঘেঁষা ! ···ছেলে একে মদ খায়, তারো ঐ শিবানীকে নাহলে চলে না !

সমর মিত্র বলিলেন—শুধু এই ?

বিন্দু সন্তর্পণে চারিদিকে চাহিল, কণ্ঠ মৃদু করিয়া বলিল—দুজনে একটু···আমার কেমন-কেমন মনে হয়, বাবা ! জহরের সঙ্গে তার যেন··· গায়ে-পড়া মেয়ে-মানুষ···বিধবা···অল্প বয়স !···কিন্তু সে-সব বলতে ভয় করে, বাবা !

সমর মিত্র বলিলেন—বুঝেছি ।

মনে মনে বলিলেন, আমিও এমনি ভাবিতেছিলাম···

তিনি বলিলেন—আমি তাহলে আসি আজ । আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম···তার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন ।

—ক্ষমা কিসের ! তুমি তোমার কর্তব্য করবে তো···আমাদের তাতে বিরক্ত হলে চলবে কেন ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঘটনা-পারাবারে

মহেন্দ্র বাবুর গৃহ ত্যাগ করিয়া সমর: মিত্র আসিলেন সোজা ব্যারাকপুরে জহরের সন্ধানে। ঠিকানা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন কৃপাময়ীর কাছে। বলিয়াছিলেন,—জবানবন্দী দিতে জহর যত দেরী করবে, ততই তার পক্ষে সেটা খারাপ হবে!...আপনি যদি জানেন সে নির্দ্দোষ তো কিসের ভয়!

এ কথার পর কৃপাময়ীর ভরসা হইয়াছিল। তিনি ব্যারাকপুরের বাগানের ঠিকানা দিয়াছেন।

জহরের সঙ্গে দেখা হইল। জহর বসিয়া আছে দোতলার বারান্দায় ...সামনে টেবিল। টেবিলের উপর জিনের বোতল।

সমর মিত্র বলিলেন নমস্কার জহর বাবু...

জহর বলিল—কে আপনি?

—পুলিশ অফিসার। আমার নাম সমর মিত্তির।

নেশা ধরে নাই! জহর বলিল—ও...আমার ষ্টেট্‌মেণ্ট নিতে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—বসুন।

সামনে আর একখানা চেয়ার ছিল...সমর মিত্র সে-চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—জের চলেছে!

—হ্যাঁ। খাবেন ?

—না। ও রসে আমি বঞ্চিত।···আপনার বুঝি ও না হলে চলে না ?

—না। একটা বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে।

—সব সময়ে খান ?

—তা ঠিক নয়। মানে, কিছু যখন ভালো লাগে না, তখন খাই। খেয়ে আরাম পাই।

—একা-একা খান্ ?

—সঙ্গী ? মানে, ভদ্র সঙ্গী জোটে কৈ ? তাছাড়া মা বলে একলা খাও, পয়সা দেবো··· পাঁচজন জুটে জটলা করলে পয়সা দেবো না। মাতৃ-আদেশ !

জহর মৃদু হাসিল।

সমর মিত্র বুঝিলেন, ধাতু ভালো ! তবে মায়ের আদরে বিগড়াইয়া গিয়াছে।···নরম মন।

জহর বলিল,—মাতাল বলে অনেকে আমায় ঘৃণা করে, কিন্তু মাতলামি করি না কখনো।

সমর মিত্রের ভালো লাগিল। মনে হইল, এ লোক আর যাই করুক, মানুষ খুন করিতে পারে না ! তিনি বলিলেন—মদ নাই বা খেলেন জহর বাবু !

জহর বলিল—না, এখন আর খাবো না। আপনি এসেছেন মদে আপনার বিরাগ, বলছেন ! আপনার সামনে মদ ছুঁয়ে আপনাকে অপমান করবো না ! ··আচ্ছা, আপনি এসেছেন তো জিজ্ঞাসা করতে, প্রভাত

বাবু যেদিন খুন হন আমাদের হুগলির বাড়ীতে, আমি সেদিন কোথায় ছিলুম ? এই তো ?

মাথা নাড়িয়া সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ···

জহর বলিল—বিশ্বাস করুন মশায়, সেদিন আমি ছিলুম এই বাগানে। সেদিন কেন, তার আগের দিন থেকেই এখানে আস্তানা নিয়ে ছিলুম !

—বৃষ্টি-বাদলায় একা এখানে ভালো লাগে ?

—বৃষ্টি-বাদলা আমার ভালো লাগে···ভালো কথা, আপনার চায়ের ব্যবস্থা করি।

—থাক, সে হ'বেখন।

—বিলক্ষণ ! জহর ডাকিল—ঠাকুর···

সেই চক্রধর ঠাকুর। জহরের আহ্বানে চক্রধর আসিল। জহর বলিল—ভদ্রলোকের জন্য চা আর লুচি-হালুয়া বানাও। অনেক দূর থেকে আসছেন···একটু হাত চালিয়ে নেবে···বুঝলে !

মাথা নাড়িয়া ঠাকুর চলিয়া গেল।

সমর মিত্র তখন ক্লিপটি বাহির করিয়া জহরকে দেখাইলেন, বলিলেন—এ ক্লিপ কার, জানেন ?

—ও···ও যে ওর ক্লিপ !

—ওর ! তার মানে···কার ?

জহর বলিল—এ ক্লিপ আপনি কোথা থেকে পেলেন ?

সমর মিত্র বলিলেন—আপনাদের বাড়ী থেকে পেয়েছি। আপনার মা আমায় দেছেন।

জহরের চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি! জহর বলিল—হয়তো আমার পকেটে ছিল…কখন কি করে পড়ে গেছে আর কি!

—দেখছেন, এর একখানা পাথর খশে গেছে?

—জানি। ওর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল…তার ফলে হীরেখানা খশে গেছে!

—কতদিন আগে খশেছে?

—ও…সে অনেক দিন আগে। তা না, খুব বেশী দিনের কথাও নয়…দু-তিন…না, পাঁচ-সাত দিন…না, ঠিক মনে পড়ছে না!

—কোথায় খশলো?

—কোথায় আবার! এই বাগানে।

—কিন্তু কার ক্লিপ, তা তো বললেন না জহর বাবু!…শুধু বলছেন…ওর! এই 'ও'টি কে?

—আমার একটি মহিলা বন্ধু।

—তাঁর নাম?

—নাম বলে' ভদ্র-মহিলাকে বেইজ্জৎ করা উচিত হবে কি?

সমর মিত্র বিস্মিত হইলেন। মহিলা বন্ধুর ইজ্জতের এত দাম মাতালের কাছে!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি সত্য কথা বলছেন না তো জহর বাবু!

—তার মানে?

—আমি যদি বলি, আপনাদের হুগলির বাগানে প্রভাত বাবু যেদিন খুন হন, সেদিন সেই বাগানে সিঁড়ির পাশে সে খশা কুচি-হীরেটুকু কুড়িয়ে পেয়েছিলেন আপনার বিন্দু পিশিমা?

—বিন্দু পিশিমা কুড়িয়ে পেয়েছে আমাদের হুগলির বাগানে?

জহরের দু'চোখ বিস্ময়ে যেন ফাটিয়া যাইবে!

সমর মিত্র বলিলেন—হঁ্যা। এবং সে কুচিখানি সেদিন থেকেই পুলিশের জিম্মায় আছে।...নেশার ঝোঁকে আপনার খেয়াল হচ্ছে না জহর বাবু...আমি খেয়াল করিয়ে দি। মানে, তাই থেকে জানতে পেরেছি, যেদিন প্রভাত বাবু খুন হন, সেদিন আপনি এবং আপনার এই মহিলা-বন্ধুটি হুগলির বাগানে ছিলেন!...কখন্ আপনারা সেখানে গিয়েছিলেন, কতক্ষণ ছিলেন এবং আপনার সেই মহিলা-বন্ধুর নাম...এ-তিনটি না জানা পর্য্যন্ত আমি এখান থেকে নড়বো না!

জহরের মাথায় রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল! জহর বলিল,—মহিলা-বন্ধুর নাম বলি যদি, তাহলে আপনি শান্তি পাবেন?

—আগে থেকে তা কি করে বলবো?

—আপনার সঙ্গে আমি যদি ভদ্রতা করি, আপনিও ভদ্রতা করবেন না? মানে, একজন ভদ্র-মহিলার নাম পাঁচজনের কাণে নাই বা তুললেন!

—অকারণে তাঁর নাম নিয়ে তাঁকে বে-ইজ্জৎ করবো না, এ-কথা বলতে পারি।

—বেশ। তাহলে শুনুন, এঁর নাম শিবানী...আমার মায়ের খুব দূর-সম্পর্কের বোনঝী। তবে আপনি যতদূর যা ভাবছেন, তা নয়!

সমর মিত্র বলিলেন—হুগলির বাড়ীতে আপনি তাঁকে দেখেছিলেন? না, আপনারা দুজনেই সেখানে গিয়েছিলেন?

—দুজনে যাই নি। আমি গিয়েছিলুম একা...বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

—বাড়ীতে তখন কেউ ছিল ?

—না। খালি বাড়ী।

—আপনি ফিরলেন কখন ?

—বেলা দুটোয় দুজনে ফিরে এসেছি, এক-সঙ্গে।

—সেখানে এত চুপি-চুপি দুজনে যাবার কারণ ?

জহর বলিল—আপনার কাছে গোপন করবো না! মানে, দুজনে এমনি যে-রকম ভাব-সাব চলেছে…শিবানী তাতে খুশী নয়। তার হলো চাঁদ-চাওয়া আবদার! সে বলে, তাকে বিয়ে করতে হবে! আমার তাতে আপত্তি না থাকলেও বাড়ীর লোক শুনবে কেন ? বুঝুন তো তার পাগলামি!

সমর মিত্র কোনো জবাব দিলেন না। নিশ্চল স্থির দৃষ্টিতে জহরকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন!

জহর বলিল—কিন্তু আপনি যা বলছেন, তার ক্লিপের হীরে হুগলির বাড়ীতে যদি পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে তো তাকে বিপদে পড়তে হবে, দেখছি।

হুঁ! বিপদ একটু আছে বৈ কি!

তার পর জহর যা বলিল, তার মর্ম্ম প্রকাশ পাইবে পরের পরিচ্ছেদে। এবং জহরের সেই কথার ফলে…

•

পাঁচটা-বেলায় সমর মিত্র আসিলেন ঢাকুরিয়ায় বিদ্যাশঙ্কর সরকারের গৃহ-দ্বারে। বাহিরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া নাড়িলেন। ভিতর হইতে সাড়া আসিল—কে ?

—আমি জহর বাবুর কাছ থেকে আসছি।

একজন তরুণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পুষ্ট দেহে যৌবনের লাবণ্য ঢল-ঢল করিতেছে···মাথায় কুঞ্চিত কালো কেশ···আঁচলের একটুখানি কোনো মতে মাথা ছুঁইয়া আছে···পড়ণে মিলের সরু-পাড় মিহি ধুতি···গায়ে হাত-কাটা ব্লাউশ্।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি শিবানী দেবীর কাছে এসেছি। খপর আছে।

—আমার নাম শিবানী। ভিতরে আসুন।

—আপনার বাবা বাড়ী আছেন?

—না। বাবা রুগী দেখতে বেরিয়েছে···সেই ক্যানিঙে। ফিরতে রাত হবে।

সমর মিত্র মনে-মনে বলিলেন, বটে! আর সেখানে চিঠি লিখিয়াছো, বাবার অসুখ! এখানে অথচ···!

তাঁর মনে সন্দেহ আরো সুদৃঢ় হইল।

সমর মিত্রকে আনিয়া শিবানী ভিতর ঘরে বসাইল। ঘরের এক দিকে ছোট খাট···আর-একদিকে ছোট একটি টেবিল। টেবিলের উপরে ক'খানা বাঙলা বই এবং ফুলদানী···ফুলদানীতে সাদা লিলির রাশি।

শিবানী বলিল—বলুন, আপনার কি দরকার?

সমর মিত্র কোনোরূপ ভূমিকা না করিয়াই বলিলেন—আমি পুলিশ-অফিসার।

শিবানী টলিল না। অবিচল স্বরে বলিল—ও···আপনি বুঝি প্রভাত বাবুর খুনের তদন্ত করছেন?

—শুধু প্রভাত বাবুর খুনের তদন্ত নয়···সেই সঙ্গে মথুর খানসামার খুনের তদন্তও!

—মথুর! শিবানী যেন চমকাইয়া উঠিল!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি যেদিন দুপুরবেলা এখানে চলে এসেছেন, সেই দিনই দুপুরে মথুর খুন হয়েছে!

—বলেন কি! ও-বাড়ীর হলো কি?

সমর মিত্র মনে-মনে বলিলেন, অভিনয়-বিদ্যা বেশ জানা আছে! বাঃ! সিনেমায় যাওয়া নেই কেন? তারা যে লুফিয়া লইত তোমার মতো রত্নকে!

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু সে-কথা পরে হবে। আমি জহররের সঙ্গে দেখা করেছিলুম,। জহর এখন রাজী হয়েছে···তোমায় বিবাহ করতে।

শিবানীর মুখে লজ্জার রক্তিম আভা! শিবানী কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমায় মিথ্যা স্তোক দিচ্ছি না। জহর বলেছে, সে বিয়ে করবে···কিন্তু খুব গোপনে!

শিবানী নির্ব্বাক দৃষ্টিতে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

—না হলে তার মা রাগ করবে! বোঝো তো, বিধবা-বিবাহ চলতি হলেও অনেকে এখনো ইচ্ছা থাকলেও বিধবা-বিবাহে সায় দিতে পাচ্ছেন না।···তার উপর জহর আমায় সব কথা বলেছে···তোমরা দুজনে সেদিন হুগলির বাড়ীতে গিয়েছিলে···

শিবানী বলিল—এখনো আমার গা কেঁপে ওঠে···এই দেখুন, আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেছে!···উঃ···প্রভাত বাবু সেদিন খুন হয়েছেন ঐ বাড়ীতে···আর সে-বাড়ীতে ছিলুম আমরা!···জহর বাবু কিন্তু খুন করেনি···এ-কথা আমি যে-দিব্যি করতে বলেন, সেই দিব্যি করে বলতে পারি।···

—কিন্তু সেখানে তোমাদের দুজনে যাবার কারণ জানতে পারি?

—বিয়ে সম্বন্ধে কথার একটা হেস্ত-নেস্ত করতে।

—বাড়ীতে সে-কথা হতো না?

—না।

—বটে!··তা কখন সেখানে গিয়েছিলে?

—বেলা ঠিক দশটা।

—দুজনে একসঙ্গে গিয়েছিলে?

—না। জহরদা আমার আগে গিয়েছিলি···মোটরে। আমি গিয়েছিলুম ট্রেণে।

—তোমার এ ঢাকুরের বাড়ীতেও সে-কথা হতে পারতো তো··তা না হয়ে হুগলিতে! তাছাড়া অমন জোড়-ভঙ্গ হয়ে যাবার মানে?··আগে থেকে ও-বাড়ী চেনা ছিল?

সলজ্জ-ভঙ্গীতে শিবানী বলিল—অনেক সময় আমি ও-বাড়ী থেকে ঢাকুরে আসছি বলে' বেরিয়েছি। কথা থাকতো, সেই কথা-মতো আমায় মোটরে তুলে জহরদা আমাকে হুগলিতে নিয়ে গেছে! এ-খপর বাড়ীর কেউ জানে না। আমার বাবাও এ-সবের বিন্দু-বিসর্গ জানে না।···এখানেই বা কথা হবে কি করে?

সমর মিত্র বলিলেন—বিধবা-বিবাহ হলে তখন সে-ব্যাপার তো বাবার অজানা থাকতো না!

—কথা পাকা হলে বাবার আপত্তি উঠলেও বাধা ঘটতো না।

—বুঝেছি।···তা হুগলির বাড়ীতে সেদিন থাকা হয়ে ছিল কতক্ষণ পর্য্যন্ত?

—বেলা দুটো বাজলে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসি।
মোটরে চড়েই দুজনে এক-সঙ্গে চলে আসি।

সমর মিত্র বলিলেন—ফিরে কোথায় এলে ?

শিবানী বলিল—কলকাতায়। কলকাতায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে জহরদা ব্যারাকপুরে গেল···প্রভাত বাবুর বাগান-বাড়ীতে।

—তুমি ব্যারাকপুরে গেলে না কেন ?

—না।

—হুগলির বাড়ীতে কোথায় ছিলে ? কোন্ ঘরে ?

—আমরা ছিলুম দোতলায়। জহরদা কাজের কথা না কয়ে খালি মদ খেতে লাগলো। আমার রাগ ধরে গেল···আমি বললুম, বাড়ী ফেরো। ওঁদের আসবার কথা আছে।

—এগারোটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত এত কি আলোচনা হলো ?

—আমি সাধ্য-সাধনা করছিলুম···জহরদা বলছিল, ভেবে দেখি। ভাবে, আর মদ খায়। জহরদা কাজের কথা এড়াতে চায়!···

—বিয়ের জন্য হঠাৎ এমন ব্যাকুলতা ?

—তার কারণ ঘটেছে···লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হবে যে দুদিন পরে!

সমর মিত্র বুঝিলেন। বলিলেন—ও·· কদ্দিন এমন হয়েছে ?

—পাঁচ মাস।

সহসা সমর মিত্র লক্ষ্য করিলেন শিবানীর কপালের কাছে কাল-শিরার দাগ! বলিলেন—জহর মেরেছিল না কি ? কপালে ?

—না।

—তবে এ কালশিরার দাগ কি করে হলো? বেশী পুরানো দাগ বলে মনে হচ্ছে না তো!

—না, মারে নি। জহরদা গোঁয়ার নয়···বেশী মদ খেলেও কখনো গোঁয়ার হতে দেখি না।

—শাড়ী থেকে ক্লিপটা পড়ে গেল কখন?

—গাড়ীতে ওঠবার সময় জহরদা হুঁচোট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, আমি ধরতে গিয়েছিলুম···সেই সময় ক্লিপটা আঁচল থেকে খশে পড়ে যায়।··তখনি কিন্তু আমি কুড়িয়ে নিয়েছিলুম।

—মথুর তোমাদের সঙ্গে ছিল?

—গিয়েছিল। সে গাড়ীতে বসে ছিল।

—জহর বরাবর তোমার চোখে-চোখে ছিল·· যতক্ষণ হুগলির বাড়ীতে ছিলে?

—না।···কিন্তু এ-ক্লিপ জহরদা আপনাকে দিলে কেন?

—তার আগে আমার কথার জবাব দাও···তোমার ক্লিপ জহরের কাছে গেল কি করে?

—খশে যাওয়ার পরে ভুলে আমি ও-ক্লিপ আর শাড়ীতে আঁটিনি। জহরদার কোটের পকেটে রেখেছিলুম·· জহরদা আমাকে আর ফেরত দেয় নি।

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু এ-ক্লিপ জহর আমায় দেয় নি। আমি এ-ক্লিপ পেয়েছি জহরের পিশিমার কাছ থেকে।

—পিশিমা সব জানেন?

—তোমাদের এই হুগলির বাড়ীতে আসা-যাওয়া করবার কথা বলছো?

—হ্যাঁ।

—তিনি এ-কথা জানেন না।·· জহরের মাও জানেন বলে' মনে হলো না।

সমর মিত্র চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। আসামী অনেক খুনী দেখিয়াছেন···শত প্রায়স-সত্ত্বেও তাদের মুখ-চোখে যে চঞ্চল ভীত ভাব···জহর এবং শিবানীর মুখে-চোখে সে-ভাবের চিহ্ন দেখেন নাই ···এতটুকু না ! তবে কি তাঁর এ সংশয় অমূলক ? ··

মনে যেটুকু সন্দেহ···সে সন্দেহের বশে ভদ্র-ঘরের তরুণ-তরুণীকে গ্রেফতার করিবার মতো মনোবৃত্তি তাঁর কোনো কালে নাই। আজো তাই তিনি বিপদে পড়িয়াছেন ! এখনো পর্য্যন্ত এমন প্রমাণ নাই, যে-প্রমাণের জোরে শিবানী এবং জহরকে গ্রেফতার করিবেন ! সাক্ষী কৈ ? · দুটি হত্যা-ব্যাপারেই জহর এবং শিবানীকে সন্দেহ করিবার মতো উপাদান আছে প্রচুর। কিন্তু শুধু সন্দেহ-বশে কাহারো বিচার বা দণ্ড-দান চলে না ! প্রমাণ চাই···রীতিমত প্রমাণ ! এ-ক্ষেত্রে সেই প্রমাণের অভাব !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মেষ-চর্ম্মে সিংহ

বিদ্যাশঙ্করের বাড়ীর দ্বারে কনষ্টেবল্ মোতায়েন করিয়া সমর মিত্র সেদিনকার মতো প্রস্থান করিলেন। কনষ্টেবল্ রহিল বে-উর্দ্দীতে। পল্লীগ্রাম···বিদ্যাশঙ্করের যাহোক খানিকটা পশার আছে! তাছাড়া জহরের সঙ্গে মেয়ের এ কলুষ-সম্পর্কের কথা বেচারী হয়তো জানে না! কাজেই মেয়ে শিবানী যদি অপরাধ করিয়া থাকে, তার সে-অপরাধের জন্য বাপ-বেচারা মাঝে হইতে সমাজে হীন হইয়া থাকিবে কেন? তাছাড়া শিবানীর ভাই কলেজে লেখাপড়া করে···পারিবারিক এ দুর্নামে তার ভবিষ্যৎও হয়তো জন্মের মতো মাটী হইয়া যাইবে।

পরের দিন গঙ্গাগোবিন্দর ফোন্-মারফৎ সমর মিত্র শুনিলেন, কৃপাময়ীর খুব অসুখ চলিয়াছে। কাল রাত্রে জহর ফিরে নাই বলিয়া ভয়ে তিনি কান্না-কাটি সুরু করিয়া দেন! বলেন, ডিটেকটিভ পুলিশ ব্যারাকপুর বাগান-বাড়ীর ঠিকানা লইয়া গিয়াছে···তারপর জহর যখন ফিরিল না, ভাবিলেন, সে গ্রেফতার হইয়াছে! শেষে ব্যাপার এমন হয় যে সেই রাত্রে গাড়ী করিয়া কৃপাময়ীকে ব্যারাকপুর লইয়া যাওয়া হয় এবং সেই গাড়ীতে জহরকে তুলিয়া বাড়ীতে আনা হইয়াছে! তারপর কৃপাময়ীর হঠাৎ যে কি হইল···রাত্রি তখন দুটো বাজিয়া গিয়াছে··· সকলে শুইয়াছে···কৃপাময়ী নিজের ঘর হইতে জহরের ঘরে যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ ভয় পাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বারান্দায় পড়িয়া তিনি

মূর্চ্ছিতা হন। ডাক্তার আসে। বহু পরিচর্যায় জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছে ভোর পাঁচটায়। তারপর হইতে এখন প্রবল জ্বর···মাঝে-মাঝে জহরের জন্য ব্যাকুল আর্ত্তনাদ···ও-বাড়ীতে এমনি করিয়া সময় কাটিতেছে!

সমর মিত্র বলিলেন—আসামী বোধ হয় পেয়েছি, চাটুয্যে মশাই আপনার কথা বুঝি-বা ফলে! খুনী মিলছে বাড়ীর বাইরে থেকে। দু'দিন সবুর করুন···দু-চারটে প্রমাণ শুধু মিলিয়ে নেওয়ার ওয়াস্তা!

বেলা দশটায় সমর মিত্র আসিলেন কৃপাময়ীর গৃহে। নবেন্দুর সঙ্গে দেখা হইল।

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি এখানে?

নবেন্দু বলিল—একটা কথা বলতে এসেছিলুম চিত্রা দেবীকে।

সমর মিত্র বলিলেন—এই ব্যাপারের সঙ্গে সে-কথার কোনো যোগ আছে?

নবেন্দু বলিল—তা ঠিক জানি না। তবে···

নবেন্দুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সমর মিত্র চাহিলেন চিত্রার পানে চিত্রা একটা চেয়ারে বসিয়াছিল।

চিত্রা কথা কহিল, বলিল—উনি এসেছিলেন জিজ্ঞাসা করতে শিবানীর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে কি না? আমি বললুম আছে।

শিবানীর নামে সমর মিত্রের বুকখানা জ্বলিয়া উঠিল! তিনি বলিলেন—শিবানীকে তুমি চেনো নবেন্দু?

মৃদু কণ্ঠে নবেন্দু বলিল—চিনি।

—হঠাৎ তার এ সম্পর্কের কথা জানবার জন্য এতখানি পথ আসবার মানে?

নবেন্দু বলিল—এ-সম্বন্ধে আড়ালে আপনাকে কতকগুলি কথা বলতে চাই।

চিত্রা বলিল—বেশ, আমি এ ঘরে থেকে চলে যাই, আপনারা কথা কন্!

চিত্রা চলিয়া গেল।

চিত্রা চলিয়া গেল নবেন্দু বলিল—আগে একদিন এ-বাড়ীতে এসেছিলুম। সেদিন শিবানীকে দেখি···সামনা-সামনি নয়। মনে হলো, আমাকে দেখে শিবানী সরে গেল। তার পর আমি একটু খপর নিয়ে ছিলুম···শিবানীর বাপ থাকেন ঢাকুরেয়···ক্যাম্বেলের পাশ ডাক্তার। মানে, শিবানীর বিয়ে হয়েছিল আমাদের পাড়ার ঐ হুগলিতেই। ওর স্বামী ঠাকুরদাসের সঙ্গে আমাদের একটু সম্পর্ক ছিল। দু' বাড়ীতে যাতায়াত ছিল।···শিবানী মেয়েটা ভালো নয়। বিধবা হবার পর দু'চার বার শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়েছিল! আমাকেও যে-রকম গ্রাস করতে চেয়েছিল···কি করে রক্ষা পেয়েছি, তা অন্তর্যামী জানেন!···

সমর মিত্র একাগ্র মনে শুনিতে লাগিলেন।

কথার উপসংহারে নবেন্দু বলিল—ঢাকুরেয় দু'দিনে আগে গিয়েছিলুম। শিবানীর সঙ্গে কথা কয়ে মনে হলো, জহর বাবুর উপর

ভয়ঙ্কর লক্ষ্য ! যদি তার লক্ষ্য ফশ্‌কায়, সে বলেছে, চূড়ান্ত শোধ নেবে !

তিন দিন পরের কথা। প্রত্যুষে বিদ্যাশঙ্করের বাড়ীর দ্বারে আবার কড়া নড়িল। এবার ভিতর হইতে বিদ্যাশঙ্কর সাড়া দিলেন,—কে ?

উত্তর পাইলেন—বিদ্যাশঙ্কর মশায় বাড়ী আছেন ?

—আছি …কে আপনি ?

—দরজা খুলে একবার বেইরে আসবেন দয়া করে ?

দ্বার খুলিয়া বিদ্যাশঙ্কর বাহিরে আসিলেন। দ্বারে ছিলেন সমর মিত্র।

সমর মিত্র বলিলেন—ভিতরে চলুন। যে-কথা আছে, সে-কথা বাইরে দাঁড়িয়ে হতে পারে না।

মনে উদ্বেগ…বিদ্যাশঙ্কর কোনো মতে বলিলেন—আসুন।

ভিতরে সেই ঘর।

ডাকাডাকিতে শিবানীর ঘুম ভাঙ্গিয়া ছিল। সমর মিত্রকে দেখিয়া শিবানী বলিল—আপনি আবার এসেছেন ! এই ভোরে !

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে হলো।

তার পর সমর মিত্র চাহিলেন বিদ্যাশঙ্করের পানে, বলিলেন—আমি পুলিস-অফিসার। ডিউটি করিতে এসেছি। যদি বাধা দেন, আমার সঙ্গে সেপাই-কনষ্টেবল্ আছে…সোরগোল পড়ে যাবে। তাতে আপনার মান-ইজ্জতের হানি হতে পারে। আর যদি আমাকে

অবাধে আমার ডিউটি করতে স্থান, তাহলে নিঃশব্দে কার্য্য সমাধা হবে! বলুন, কি আপনার মত?

প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যাশঙ্কর বলিলেন—আপনি পুলিশ! সরকারী কাজ! না, বাধা দেবো কেন? কাণাঘুষো যা শুনছিলুম, তা থেকে বুঝছি···আমার কর্ম্মফল! আমি যদি তা না ভোগ করবো তো কে আর তা করবে! সৌভাগ্য এই, ছেলেটা বাড়ী নেই!··· আমার তো সব শেষ হয়ে গেছে! কিন্তু ছেলেটাকে তো বাঁচাতে হবে···তার ভবিষ্যৎ!

কথা শেষ করিয়া রোষ-রক্ত দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন মেয়ে শিবানীর পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কাক-পক্ষীতেও এ-ব্যপারের বিন্দু-বিসর্গ জানবে না, সরকার মশাই!

সমর মিত্র এবার চাহিলেন শিবানীর পানে। বলিলেন—বসো শিবানী···আমি নিরুপায়!···তোমার বাবা যা বলেছেন···কর্ম্মফল! কর্ম্মফল আমাদের ভোগ করতেই হবে!···তুমি বসো···সরকার মশাই বসুন···

বিদ্যাশঙ্কর একবার করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন শিবানীর পানে··· তার পর···সামনে ছিল একটা টুল···সেই টুলে তিনি বসিলেন।

শিবানীর পানে চাহিয়া সমর মিত্র বলিলেন—তুমি বসবে না?

উদাস স্বরে শিবানী বলিল—না।

সমর মিত্র বলিলেন—কাল সারাদিন কেটেছে গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর কাছে···ওদিক আর এদিক এনকোয়ারি করে! এনকোয়ারি প্রায় কমপ্লীট করেছি। গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর সাহায্য···তার পর নবেন্দু

ডাক্তার···এঁদের সাহায্য না পেলে ব্যাপারটা মিথ্যা থেকে যেতো! কিন্তু যাক্ সে কথা···এখন তাহলে বলি, আমার যা বলবার আছে।···সরকার মশাই আমায় ক্ষমা করবেন···আমার কর্ত্তব্য বড় কঠিন···মন আমার দুঃখে বিগলিত হলেও জোর করে মনকে কঠিন করতে হবে!

শিবানীর মনে আক্রোশের জ্বালা! সে জানে, এ ক'দিন তার বাড়ীর দ্বারে পাহারা বসিয়াছে এবং সে পাহারা বসাইয়া গিয়াছেন এই পুলিশের বাবু!

শিবানী বলিল—ভূমিকা রেখে এখন আপনি কর্ত্তব্য করুন!

সমর মিত্র চাহিলেন শিবানীর পানে···বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! হায় নারী, মনে-মনে তোমায় কত শ্রদ্ধা করি···এ শ্রদ্ধার কারণ, সংসারে তুমি দেবী! কিন্তু তুমিও যদি দুর্ব্বার লোভে নিজেকে ছেঁচিয়া পিষিয়া ফ্যালো, তাহা হইলে আমরা কতখানি নিরুপায়!

তিনি বলিলেন—আপনার মেয়ের নামে দুটি চার্জ্জ পাচ্ছি। দুইটি খুনের চার্জ্জ!···প্রথম খুন প্রভাত বাবুকে। দ্বিতীয় খুন ও-বাড়ীর খানসামা মথুরকে!

বিশুষ্ক কণ্ঠে কোনো মতে বিদ্যাশঙ্কর বলিলেন—প্রমাণ পেয়েছেন?

—নিশ্চয়! আদালতে সে-প্রমাণের চুল-চেরা বিচার তো হবেই··· তার আগে আপনাদেরও শোনাতে চাই···যদিও শোনানো আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

তার পর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সমর মিত্র বলিলেন—

আপনার মেয়ে যদি সত্যি বিপথে যায়, তার জন্য আপনি নিশ্চয় দায়ী হতে পারেন না। কারণ শিক্ষায় মেয়ের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশে আপনি কার্পণ্য করেন নি!...তবু যদি মেয়ে বিপথ-গামিনী হয়... সে-দায় মেয়ের...মা-বাপের নয়! মহেন্দ্র বাবুর ছেলে জহর...সত্যি নিরীহ...যেটুকু তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, সে বিপথ-গামী হয়েছে, তা তার মায়ের দোষে! তবু মন তার কোমল...দুর্বলতায় তার ভয় আছে!...প্রভাত বাবুকে সে খুন করে নি। খুন করেছে আপনার মেয়ে শিবানী!

শিবানী ফোঁশ্ করিয়া উঠিল—আমার স্বার্থ?

— বলছি মা। নবেন্দুকে তুমি নিশ্চয় জানো! হুগলিতে ডাক্তারী করে...ইয়ং-ম্যান্...দূর-সম্পর্কে তোমার দ্যাওর হয়।...কিন্তু সে-কথা যাক্...জহরের উপর তোমার রাগ,—তার কারণ সে তোমার নারীত্বের উপর নিগ্রহ করেছে, অথচ বিবাহ করে তোমার সম্মান রক্ষা করবে না! এ রাগ খুব সমুচিত। এ রাগের জন্য তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি। সেদিন হুগলির বাড়ীতে তুমি বিবাহ-ব্যাপারের হেস্তনেস্ত করতে গিয়েছিলে...কিন্তু জহরের ছিল এক ভয়...মা! মা রাজী হবে না! তার সে দুর্বলতা ক্ষমার যোগ্য নয়...এ-কথাও আমি স্বীকার করছি! কিন্তু তার পর নিজের মনকে ফিরিয়ে না নিয়ে তুমি যা করছো...তাতে শিউরে উঠতে হয়!

সগর্জ্জনে শিবানী বলিল—কি করেছি আমি?

সমর মিত্র বলিলেন—দোতলার ঘরে জহর যখন মদে মশগুল... তুমি নীচে এসেছিলে। তাকে বলে এসেছিলে, নীচের ঘরে বন্দুক আছে...সে-বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করবে তুমি...এবং তার সব

অভিশাপ লাগবে জহরকে!...এ পর্য্যন্ত অপরের সম্বন্ধে তোমার মনে এতটুকু অসদ্‌ভিপ্রায় ছিল না!...তুমি নীচে এলে...এসে শুনলে, বসবার ঘরে কথা হচ্ছে প্রভাত বাবুতে আর জহরের মায়েতে! জহরের মাকে দেখে তাঁর উপর তোমার আক্রোশ জাগলো! তোমাকে দেখে জহরের মা চলে গেলেন। ঘরে রইলেন প্রভাত একা। তাঁকে দেখে তোমার মনে হলো, এই প্রভাত বাবুকে অবলম্বন করে তাঁর পয়সায় ও-পরিবার দেনার দায়ে মুক্ত হবে...নিজেদের দুর্দ্দশা ঘুচিয়ে আবার সৌভাগ্য-সম্পদের মুখ দেখবে! জহরেরও সৌভাগ্য ঘটবে! এতে তোমার হলো রিষ! তুমি ভাবলে, ঐ প্রভাত বাবুকে যদি পৃথিবী থেকে সরাতে পারো, ও-পরিবার যেমন, দেনার দায়ে তেমনি ক্রমে খতম হয়ে তলিয়ে যাবে! প্রভাত বাবুর পয়সায় ওরা সৌভাগ্য-বরণের আশায় তোমাকে অগ্রাহ্য করেছে। হয়তো এ দুর্ভাগ্য জন্মের মতো এঁটে থাকলে কোনো দিন জহরকে পাবার আশা তোমার সফল হতে পারে! এই ভেবে বন্দুক-হাতে তুমি আত্মহত্যার বাসনা ছেড়ে প্রভাত বাবুর সামনে এসে দাঁড়ালে! তোমার সে-মূর্ত্তি দেখে প্রভাত বাবু উঠলেন বন্দুক কেড়ে নিতে।...দুজনে ছোঁট-খাট যুদ্ধ বাধলো। তোমার কপালে যে কাল-শিরার দাগ, ও দাগ হয়েছে প্রভাত বাবুর আঘাতে!...প্রভাত বাবুর বয়স হয়েছে তোমার কাছে হেরে তিনি চেয়ারে বসে পড়েন...মুখে তাঁর দারুণ আতঙ্ক! তোমার মনে তখন মায়া-দয়ার লেশ, ভবিষ্যতের চিন্তা...কিছুই নেই! এক-বিন্দু না! তুমি বন্দুক ছুড়লে! তোমার ক্লিপ খশে পড়েছিল...বাগানে নয়...ঐ ঘরে। বন্দুকের শব্দ শুনে মথুর ছুটে আসে...আর ছুটে আসে...পাশের বাগান থেকে একজন মালী এবং জহর। সেই মালীকে আমি পেয়েছি

জহরের কথায় এবং নবেন্দুর চেষ্টায়। জহরের নেশা ছোটে। নেশা ছোটার পরে জহর তোমার সঙ্গে চলে আসে।

শিবানী বলিল—যে-সব কথা বললেন, জহরদা মাতাল··সাধু সাজবার জন্য এ-সব তার বানানো কথা। যা বলছেন, তার প্রমাণ?

সমর মিত্র বলিলেন—ব্যস্ত হয়োনা মা · বন্দুকের ট্রিগারে তোমার শাড়ীর পাড় আটকে জড়িয়ে গিয়েছিল···সে-পাড় আমার কাছে। ছেঁড়া সে-পাড়ের সঙ্গে ও-বাড়ীতে পাড়-ছেঁড়া তোমার যে-শাড়ী পাওয়া গেছে, সে ছেঁড়ার সঙ্গে এ-পাড়টুকু মেলে! প্রমাণ দেখবে সেই পাড় আর শাড়ী? বলিয়া ছোট হাতবাক্স খুলিয়া সমর মিত্র দেখাইলেন খুব ঘন সবুজ সাটিনের পাড়···এবং সে-শাড়ী।

শাড়ীর আঁচলে দেখাইলেন, কোণে জেটোলিনে-লেখা নাম, শিবানী।···

শিবানী যেন কাঠ!

তার পর সমর মিত্র বলিতে লাগিলেন,—অত বড় ব্যাপারের পর তুমি মুখ-হাত ধুতে বাথ-রুমে ঢুকেছিলে···তার পর মনে করে দ্যাখো, খুনের পর পুলিশের কাছে তুমি এজাহার দিয়েছিলে···চিত্রার সঙ্গে প্রশান্ত বাবুর বিয়ে দিতে জহরেরও খুব অনিচ্ছা ছিল · চিত্রারও খুব অনিচ্ছা। এ-কথা বলার মানে, ওদের দুজনের উপর আমাদের সন্দেহ জাগবে!

শিবানী কোনো কথা বলিল না···অগ্নি-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে···তার দু'চোখে যেন আগুনের হল্‌কা!

সমর মিত্র বলিলেন—ভেবেছিলে, এদিকে মহা-বিপর্যয়ের মধ্যে তুমি ওদের হাতের মুঠোয় পূরবে···জহরের সঙ্গে মা তোমার বিয়ে

দেবেন এই ভেবে যে, হুগলির বাড়ীতে তোমরা সেদিন গিয়েছিলে, মাও গিয়েছিলেন···সে-কথা পাছে তুমি প্রকাশ করো!

সমর মিত্র চুপ করিলেন। তার পর বিদ্যাশঙ্করের পানে চাহিয়া বলিলেন—বাধ্য হয়ে শিবানীকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে···তবে পাড়ায় না জানাজানি হয়···কি বলো শিবানী, নিঃশব্দে আমার সঙ্গে আসতে রাজী আছো? না···

শিবানী বলিল—আমাকে চূড়ান্ত অপমান করলেন···আমার বাবাকে তা বলে আর অপমান করবেন না! তাহলে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দেবো।

—খুব ভালো কথা! কিন্তু আমার আরও একটু বলবার আছে! সে রাত্রে তোমার ক্লীপ তুমি দেখেছিলে মথুর দিচ্ছে বিন্দু পিশিমার হাতে···মথুর হুগলিতে গিয়েছিল, সব জানে। তার উপর তার হাতে তোমার ক্লীপ···সে-ক্লীপ মথুর দিলে বিন্দু পিশিমাকে! মথুরের উপর সেজন্য তোমার ভয়-আক্রোশ ছিল খুব বেশী। মথুর সব জানে··· যদি বলে দেয়? তাই তাকেও তুমি পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছো··· বিদায় দিয়ে সেই সদ্য অপরাধের ভয়ে কাকেও না বলে এখানে চলে এসেছো! সেখানে চিঠি লিখে জানিয়েছিলে, এখানে তোমার বাবার অসুখ, তাই এখানে আছো! অথচ তোমার বাবা সুস্থ আছেন!···বিন্দু পিশিমার কাছে সেদিন শুতে চেয়েছিলে···ভেবেছিলে, রাত্রে তিনি ঘুমোলে ও-ক্লীপ কোনোমতে আত্মসাৎ করবে! জানতে না, বিন্দু পিশিমা সে-ক্লীপ নিয়ে জহরের মায়ের কাছে যাবেন!···

বিচারে শিবানীর দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হইল।…বেচারী বিভ্রান্ত-মতি অভাগিনী!

কুগ্রহ কাটিবার পর কৃপাময়ী একদিন বাড়ীতে ভোজের আয়োজন করিলেন। সে ভোজে সমর মিত্র ছিলেন, হুগলির নবেন্দুও আসিয়াছিল।

ভোজের পর নবেন্দু বিদায় চাহিলে চিত্রা বলিল—চলে যাচ্ছেন?

নবেন্দু বলিল—হ্যাঁ…

—আবার কবে আসবেন?

—আর আসা হবে না, বোধ হয়। আমি ভাবছি, বোম্বাই যাবো। সেখানে ভালো চাকরি পাচ্ছি।

—চাকরির জন্য দেশত্যাগী হবেন ডাক্তার বাবু!…এখানে প্র্যাকটিশ করে দেখলে হতো না? চাকরিতে প্র্যাকটিশের চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করবেন, ভাবেন?

—টাকার জন্য অত ভাবি না, চিত্রা দেবী!…আমার বাবা যা রেখে গেছেন, তার আয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে আমার দিন কাটতে পারে।

—বিবাহ করে সংসারী হবেন না?

—যাকে নিয়ে সংসার রচনা করবো, এমন মেয়ে কৈ…দেখি না তো!

—কি বলেন আপনি ডাক্তার বাবু! মেয়ের এমন দুর্ভিক্ষ হয়েছে

আমাদের এই বাঙলা দেশে! ··এ-কথায় বাঙলা দেশের মেয়ে-জাতের অপমান হয় যে!

নবেন্দু কোনো উত্তর দিল না·· আনত-মুখে চুপ করিয়া রহিল।

মৃদু হাস্যে চিত্রা বলিল—এ-কথায় আমাকেও আপনি অপমান করলেন কতখানি, তা বোঝেন?

—তার মানে?

—তার মানে, নিজেকে এমন কি পুরুষোত্তম মনে করেন যে আপনার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা কারো নেই!

এ-কথার পিছনে নবেন্দু যেন কিসের আভাষ পাইল! সে ডাকিল,—চিত্রা···

সঙ্গে সঙ্গে চিত্রার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল।

কণ্ঠ মৃদু করিয়া চিত্রা বলিল—আঃ, কি করেন! মা রয়েছে ওখানে···ঐ···

নবেন্দু বলিল—আমার সঙ্গে বোম্বাই যাবেন? পারবেন আপনি মাকে-দাদাকে ছেড়ে সেখানে থাকতে?

চিত্রা বলিল—তা কেন? দেশে কোনো চেষ্টা করে বিদেশ যাওয়া···তাতে আমার রুচি নেই মোটে!

—বেশ, তাহলে বোম্বাই যাবো না···চাকরি রিফিউশ্ কালই আমি বোম্বাইয়ে ওয়্যার করে দেবো।

একালের ইয়ং ম্যান্। মিথ্যা বলে না, বলিতে জানে না। পরের

দিনেই নবেন্দু টেলিগ্রাম করিয়া দিল বোম্বাইয়ে। লিখিল…

আমার স্ত্রীর ইচ্ছা নয়, বোম্বাই যাই। অতএব…

এ-কথা লিখিবার প্রায় দু'মাস পরে শঙ্খধ্বনির মধ্যে চিত্রা আসিল নবেন্দুর গৃহে…নবেন্দুর স্ত্রী এবং সর্ব্বস্ব হইয়া।

শেষ